জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

বর্ষ - ২১, সংখ্যা ১৩২ ● ৮ অক্টোবর, ২০২৫ ● ২২ আশ্বিন ১৪৩২ ● বুধবার ● দাম - ৪ টাকা ● ১৬ পাতা ● Vol. 21, Issue - 132 ● JAGO BANGLA ● MONDAY ● 8 OCTOBER, 2025 ● 16 Pages ● Rs-4 ● RNI NO. WBBEN/2004/14087 ● KOLKATA

হিমাচলে মৃত ১৮

হিমাচলে ভয়াবহ দুর্ঘটনায় মৃত ১৮। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বিলাসপুরের বাল্লুর সেতুর কাছে পাহাড়ের একাংশ ভেঙে পড়ে। সেই সময় একটি বাস যাচ্ছিল। তার উপরেই ভেঙে পড়ে পাহাড়। মৃতের সংখ্যা বাড়তে পারে

বর্ষা বিদায়

সপ্তাহ-শেষেই বিদায় নেবে বর্ষা। কমছে বৃষ্টির সম্ভাবনাও। আগামী ৩-৪ দিনের মধ্যেই বাংলায় বর্ষা বিদায়ের উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি হতে পারে বলে জানিয়েছে হাওয়া অফিস

রাজমিস্ত্রির কাজে গিয়ে সাত শ্রমিক দগ্ধ হলেন বেঙ্গালুরুতে

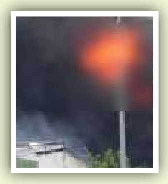

দিল্লির হোটেলে ডাক্তারি পড়ুয়াকে ধর্ষণ, ৫ দিন পরেও নীরব পুলিশ

নজরদারিতে থাকছে প্রশাসন পরিস্থিতি দেখতে ফের উত্তরে

সুদীপ্তা চট্টোপাধ্যায় ● দুধিয়া

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে পাহাড় এবং তরাই-ডুয়ার্সের পরিস্থিতি সামাল দিচ্ছে রাজ্য প্রশাসন। উদ্ধার থেকে ত্রাণশিবির-সহ সর্বত্র মানুষের পাশে রয়েছে রাজ্য সরকারের প্রতিনিধি, তৃণমূলের বিধায়ক, সাংসদ ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা। রয়েছে ছাত্র-যুবরাও। এই আবহে নিজে সবদিক খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় নির্দেশ ও প্রশাসনিক কর্তব্য সেরে আজ, বুধবার দুপুরে শিলিগুড়ি থেকে কলকাতা ফিরবেন মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু দু-চারদিন বাদে ফের আসবেন সরেজমিনে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে। মঙ্গলবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে নিজেই একথা

অস্থায়ী সেতু যেভাবে তৈরি হবে। দেখাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী।

জানিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর কথায়, বুধবার দুপুরে শিলিগুড়ি থেকে কলকাতা ফিরব। আবার দু-চারদিন পর আসব পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে। ফিরতে হবে কারণ বৃহস্পতিবার খড়্গপুরে বিড়লাদের একটি নয়া কারখানার উদ্বোধন আগে থেকেই ঠিক হয়ে আছে। একমাস আগে ওদের সময় দেওয়া হয়েছে।

তবে এখানে থাকবেন একগুচ্ছ শীর্ষ আধিকারিক। আর প্রতিদিন মুখ্যসচিব প্রেস বিজ্ঞপ্তি দিয়ে পরিস্থিতির আপডেট জানাবেন। আপডেট জানাবে পুলিশও। আর এখন টানা কমিউনিটি কিচেন চলবে। রাজ্যের অভিভাবক হিসেবে দুর্গত এলাকার মানুষদের পাশে দাঁড়িয়ে তাঁদের (এরপর ১০ পাতায়)

বিধ্বংসী বন্যায় ভেঙে গিয়েছে মিরিকের দুধিয়া ব্রিজ। পরিদর্শন করে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ, ১৫ দিনের মধ্যে তৈরি হবে অস্থায়ী সেতু।

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

ওরা যে আপনজন

ওরাই মোদের ভালোবাসা
ওরাই মোদের জীবনের আশা
ওরাই সবার জীবন সংসার
ওদের ঘিরেই স্বপ্নের জোয়ার
ওরা যে আপনজন
নিজের থেকেও বড় আপন
ওরা আমাদের কর্মের ভোর
ওরাই আমাদের মনে জোর
ওদের দেখি সকাল সন্ধে
ওরা জীবনের প্রতিটি ছন্দে
মা মাটি মানুষ করেছে জয়
আমরা করি না কাউকে ভয়
ওদের জানাই অন্তরের সালাম
তোমাকে মোদের অনেক প্রণাম।

দেখল পুলিশ, দলীয় অফিস ভাঙচুর বিজেপির দুষ্কৃতীদের

আজ যাচ্ছে তৃণমূলের ৫ সদস্যের প্রতিনিধি দল

ত্রিপুরায় খুন হচ্ছে গণতন্ত্র, বললেন ক্ষুব্ধ অভিষেক

প্রতিবেদন : ত্রিপুরায় তৃণমূলের পার্টি অফিসে হামলা চালাল বিজেপি। ভাঙচুর করা হল নেত্রী ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি দেওয়া ভিনাইল বোর্ড। ছেঁড়া হল পোস্টার-ব্যানার। পুলিশের সামনেই এই হামলার ঘটনা ঘটলেও তারা কোনওরকম বাধা দেয়নি। স্রেফ দর্শকের ভূমিকা পালন করেছে। এই প্রেক্ষিতে আজ বুধবার ত্রিপুরা যাচ্ছে তৃণমূলের ৫ সদস্যের প্রতিনিধি দল। এই দলে রয়েছেন সাংসদ প্রতিমা মণ্ডল, সায়নী ঘোষ, মন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা, মুখপাত্র কুণাল ঘোষ, যুব নেতা সুদীপ রাহা। সঙ্গে যোগ দিচ্ছেন সাংসদ সুস্মিতা দেব। ঘটনার তীব্র নিন্দা করে মঙ্গলবার রাতে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় লেখেন, ত্রিপুরায় বিজেপির কার্যকর্তারা দলের পার্টি অফিসে হামলা করেছে। (এরপর ১১ পাতায়)

বিজেপির দুষ্কৃতীদের ভাঙচুর তৃণমূলের দলীয় কার্যালয়ে। নীরব পুলিশ।

আহত বিজেপি সাংসদকে দেখতে হাসপাতালে, রাজধর্ম মুখ্যমন্ত্রীর

প্রতিবেদন : ফের রাজনৈতিক সৌজন্যের উদাহরণ তৈরি করলেন মুখ্যমন্ত্রী। উত্তরের ধস ও বন্যা-পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সৌজন্যের নজির তৈরি করে শিলিগুড়ির হাসপাতালে দেখতে গেলেন আহত বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মুকে। মঙ্গলবার ধস-কবলিত দুধিয়া পরিদর্শন করে ফেরার পথে হাসপাতালে ভর্তি বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মুর সঙ্গে দেখা করেন। তাঁর শারীরিক পরিস্থিতির খোঁজ-খবর নেন। সেখান থেকে (এরপর ১০ পাতায়)

আহত বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মুকে দেখতে জলপাইগুড়ির হাসপাতালে মুখ্যমন্ত্রী। সঙ্গে শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব। মঙ্গলবার।

কাল বিড়লাদের কারখানা উদ্বোধনে মুখ্যমন্ত্রী

প্রতিবেদন : খড়্গপুর গ্রামীণের বিদ্যাসাগর ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক সংলগ্ন এলাকায়, জাতীয় সড়কের পাশে আদিত্য বিড়লা সংস্থার বিশাল রঙের কারখানা 'বিড়লা ওপাস পেন্টস' গড়ে উঠেছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা

বন্দ্যোপাধ্যায় শিল্প গড়ার ব্যাপারে সবসময় উৎসাহ দেন। তাই বৃহস্পতিবার তাঁর হাত ধরেই এই কারখানার উদ্বোধন হতে চলেছে বলে সূত্রের খবর। ইতিমধ্যেই প্রস্তুতি শুরু করা (এরপর ১০ পাতায়)

নানা রকম

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
8 October, 2025 • Wednesday • Page 2 || Website - www.jagobangla.in

তারিখ অভিধান

১৯৬৭ চে গুয়েভরা (১৯২৮-১৯৬৭)

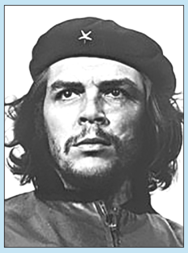

এদিন ধরা পড়েন। কিউবার মুক্তিসংগ্রামের অন্যতম নেতা ও লাতিন আমেরিকার বুকে গেরিলা বাহিনী গড়ে তোলা এই বিপ্লবীর আসল নাম ছিল আর্নেস্তো গুয়েভরা দে লা সেরনা। জন্ম আর্জেন্টিনায়। ধরা পড়ার পরের দিন অর্থাৎ ৯ অক্টোবর বলিভিয়াতে তাঁকে গুলি করে মারা হয়।

১৮৬২ ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ (১৮৬২-১৯৭২) এদিন ত্রিপুরার শিবপুরে জন্মগ্রহণ করেন। সংগীত জগতের এক প্রতিভাধর পুরুষ। 'সেনী ঘরানা'র সংগীতসুধাকে তিনিই রাজদরবার থেকে বন্ধনমুক্ত করে জনগণের দরবারে নিয়ে আসেন। ১৯৫৮-তে পদ্মভূষণ লাভ করেন। ১৯৬১-তে বিশ্বভারতী তাঁকে দেশিকোত্তম প্রদান করে। মাইহারে সারদেশ্বরী মন্দির প্রতিষ্ঠা করে রোজ সেখানে পূজা-অর্চনা ও ধ্যান-প্রাণায়াম করতেন।

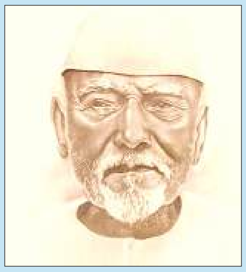

১৮৯২ ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত (১৮৯২-১৯৭৯) এদিন যশোরে জন্মগ্রহণ করেন। বিপ্লবী যুগান্তর দলের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন। বাঘাযতীনের সংস্পর্শে আসেন। ১৯১৭ সালে গ্রেপ্তার হন। জেলে ৭৮ দিন অনশন করেন। পরে ছাড়া পেয়ে নাগপুরে কংগ্রেসের অধিবেশনে গান্ধীজির সঙ্গে আলোচনা করে কংগ্রেসে যোগ দেন। ১৯৩০ সালে ফের কারারুদ্ধ হন। আট বছর জেলে কাটান। দেশবিভাগের পর পাকিস্তানের নাগরিকত্ব নেন। সেখানকার পার্লামেন্টের সদস্যও হন। ১৯৬১-তে ভারতে প্রত্যাবর্তন এবং প্রত্যক্ষ রাজনীতি থেকে অবসরগ্রহণ। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'বিপ্লবের পদচিহ্ন', 'ইন্ডিয়ান রেভলিউশন অ্যান্ড দ্য কনস্ট্রাকটিভ প্রোগ্রাম' ইত্যাদি।

২০২০ সমুদ্রবিজ্ঞানী তথা বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ আনন্দদেব মুখোপাধ্যায় (১৯৩৮-২০২০) দশদিন করোনার সঙ্গে লড়াইয়ের পর এদিন প্রয়াত হন। বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন। রাজ্যে সাক্ষরতার প্রসারে একেবারে সামনের সারিতে তাঁকে দেখা যেত।

১৮৭১ শিকাগোতে এদিন ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ড ঘটে। প্যাট্রিক ও ক্যাথরিন ও'লিয়ারির গোলা থেকে আগুন ছড়ায় গোটা শহরে। জনশ্রুতি অনুসারে শ্রীমতী ক্যাথরিনের খামারে সেদিন একদল লোক জুয়ো খেলছিল। তারাই অন্যমনস্ক হয়ে একটা লণ্ঠন উলটে ফেলে। সেই লণ্ঠনে ধাক্কা খেয়ে হোঁচট খায় খামারের একটা গোরু। তারই জেরে শহরে অগ্নিকাণ্ডটি ঘটে। আগুন নিভতে দু'দিন লেগে যায়। মারা যান প্রায় তিনশো লোক।

১৯৩৬ মুন্সি প্রেমচাঁদ (১৮৮০-১৯৩৬) এদিন প্রয়াত হন। হিন্দি ভাষার এই বিশিষ্ট সাহিত্যিকের আসল নাম ধনপত রাই শ্রীবাস্তব। প্রেমচাঁদের সাড়া জাগানো উপন্যাসগুলির মধ্যে রয়েছে 'গোদান', 'কর্মভূমি', 'ইদগাহ' প্রভৃতি। উপন্যাসের পাশাপাশি হিন্দি ছোটগল্পেরও তিনি ছিলেন রূপদক্ষ স্রষ্টা।

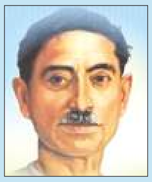

১৯৭৯ জয়প্রকাশ নারায়ণ (১৯০২-১৯৭৯) এদিন প্রয়াত হন। শ্রদ্ধেয় প্রবীণ স্বাধীনতা সংগ্রামী নেতা। তিনি দলহীন গণতন্ত্রে এক ভাবুক ব্যক্তিত্ব ছিলেন। জরুরি অবস্থার সময় 'স্বৈরতান্ত্রিক' শাসনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। কংগ্রেস-বিরোধী দলগুলোকে বলেছিলেন, হয় ওরা এক দল হয়ে নির্বাচন লড়বে, তা না হলে আমি ওদের সঙ্গে নেই। বিরোধী দলের ধর্মপিতা ছিলেন তিনি। তাঁর হুমকিতে কাজ হয়েছিল। চরণ সিংহ, মোরারজি দেশাই থেকে বাজপেয়ী, আডবাণী— সব এক মঞ্চে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। পরিণতিতে ১৯৭৭-এ ভারতে প্রথম অকংগ্রেসি সরকার ক্ষমতায় এসেছিল।

১৯৩২ এ-দিন ভারতীয় বিমানবাহিনী প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন এটির নাম ছিল রয়্যাল এয়ার ফোর্স। এ জন্য প্রতি বছর ৮ অক্টোবর পালিত হয় ভারতীয় বায়ুসেনা দিবস। এই বছর ভারতীয় বিমানবাহিনী (IAF) ৮৯তম বায়ুসেনা দিবস পালন করছে। দেশের বিভিন্ন শক্তিশালী যুদ্ধবিমান আকাশে নানা কসরত দেখায় এই দিনে। দিল্লির কাছে গাজিয়াবাদে হিন্দানে এয়ার ফোর্স স্টেশনে পালিত হয় এই দিবস। ১৯৫০ সাল থেকে ভারতীয় বায়ুসেনা পাকিস্তান ও চিনের বিরুদ্ধে দেশের হয়ে চারটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। এ ছাড়া অপারেশন বিজয়, অপারেশন মেঘদূত, অপারেশন ক্যাকটাস এবং অপারেশন পুমালাইয়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ অভিযানে অংশ গ্রহণ করে ভারতীয় বিমানবাহিনী। রাষ্ট্রপুঞ্জের শান্তিরক্ষা অভিযানের সঙ্গেও যুক্ত আছে ভারতীয় বিমানবাহিনী।

পার্টির কর্মসূচি

■ শ্রীরামপুরে তৃণমূল কর্মী-সমর্থকদের সঙ্গে মঙ্গলবার বিজয়া সম্মিলনী করলেন বিধায়ক ডাঃ সুদীপ্ত রায়। সাধারণ মানুষকেও বিজয়ার শুভেচ্ছা জানান বিধায়ক।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

....

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৫১৯

১			২	■	৩		৪
	■	■		■		■	
৫	৬	■	৭			■	■
■		■	■	■	৮	৯	
১০		১১	■	■	■		■
■	■	১২		১৩	■	১৪	১৫
১৬	■		■		■	■	
১৭			■	১৮			

পাশাপাশি : ১. সংগীতে গতের কারিকুরি ৩. সমৃদ্ধ অবস্থা, সৌভাগ্য ৫. লুপ্ত ৭. স্বচ্ছ, নির্মল ৮. চড় মারা ১০. প্রধান, মুখ্য ১২. পান্থশালা ১৪. জানালার লোহার গরাদ ১৭. কারণ নির্দেশক ১৮. বশীভূত।

উপর-নিচ : ১. বোলতা ২. বিপদগ্রস্ত লোকেদের টাকাপয়সা খাদ্য বস্ত্র ইত্যাদি দিয়ে সাহায্য, ত্রাণ ৩. কাহিনি ৪. পৌষ মাস ৬. স্বামীর বোন ৯. প্রতিবেশী, কাছেই বাস করে এমন লোকজন ১১. পারদ ১৩. শেষ, অন্ত ১৫. দুর্গের মধ্যে যুদ্ধ করবার উঁচু জায়গা, বুরুজ ১৬. যারা।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৫১৮ : পাশাপাশি : ১. খাতায়কলমে ৬. ধস ৮. পলকা ৯. সবিশেষ ১০. বনাঞ্চল ১২. অম্লান ১৩. রমা ১৫. লাশকাটাঘর। **উপর-নিচ :** ২. তালিকা ৩. কলহাস ৪. মেধ ৫. উপলবন্ধুর ৭. সন্তোষজনক ১১. ললাটিকা ১২. অমোঘ ১৪. মালা।

৭ অক্টোবর কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজার দর

পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১১৯৯৫০
গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১২০৫৫০
হলমার্ক গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১১৪৬০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি),	১৫০১৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি),	১৫০২৫০

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি),

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৮৯.৫১	৮৮.২৫
ইউরো	১০৪.৭১	১০৩.৫৬
পাউন্ড	১২০.৬১	১১৮.৭৭

নজরকাড়া ইনস্টা

■ দেবলীনা কুমার

■ ঋতাভরী

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
• সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত। সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Pratidin Prakashani Pvt. Ltd., 20 Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700 072
Regd. No. WBBEN/2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A, A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমারশহর

8 October, 2025 • Wednesday • Page 3 || Website - www.jagobangla.in

দুধিয়ায় ধস ও বন্যা-পরিস্থিতি পরিদর্শনে মুখ্যমন্ত্রী

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

সম্পাদকীয়

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মায়াকান্না

ভয় পেয়েছে বিজেপি। বাংলায় দুর্যোগ চলছে। প্রশাসন ঝাঁপিয়ে পড়ে কাজে নেমেছে। পিছিয়ে নেই তৃণমূল কংগ্রেস নেতা-কর্মীরাও। সকলেই পথে। পাশে থাকতে হবে দুর্গতদের। দক্ষিণবঙ্গে ৩৮ বছরের রেকর্ড-ভাঙা বৃষ্টির পর এবার উত্তরেও একই ঘটনা। দক্ষিণে যেমন ডিভিসি আর পাঞ্চেতের ছাড়া জলে প্লাবিত হয়েছে একের পর এক জেলা, উত্তরেও সিকিম আর ভুটানের ছাড়া জলে প্লাবিত হয়েছে এলাকার পর এলাকা। মৃত্যু হয়েছে মানুষের। খোদ মুখ্যমন্ত্রী প্লাবিত এলাকায় গিয়ে মানুষের পাশে থাকছেন। সাহায্য করছেন। কথা বলছেন। প্রশাসনকে নির্দেশ দিচ্ছেন। এর মাঝে বিজেপি ছবি তোলার জন্য আর মেকি সহানুভূতি দেখাতে গিয়ে মানুষের ক্ষোভের মুখে পড়ছে। কারণ মানুষ জানেন এরা একের পর এক বাংলার টাকা আটকে রাখে। এখন মেকি সহানুভূতি দেখাতে আর ছবি তুলতে রাস্তায় নেমেছে। ফলে মানুষ জানেন এরা কিছুই করবে না, ফয়দা তুলতে নেমেছে। কিন্তু এভাবে কখনওই মানুষের পাশে থাকা যায় না। যেকোনও দুর্যোগে মানুষ দেখেছেন তৃণমূল নেতা-কর্মীরা পাশে থাকেন। আগামী দিনেও থাকবেন। শুধু কেন্দ্রের কমিশন আর সিবিআই-ইডি দিয়ে যে মানুষের আস্থা এবং জনসমর্থন পাওয়া যায় না, সেটা বোঝার ক্ষমতা যদি নেতা-নেত্রীদের থাকত তাহলে বাংলা এভাবে কোনও দিনই বঞ্চিত হত না।

e-mail থেকে চিঠি

প্রকৃতি যখন রুষ্ট

শনিবার এক রাতের প্রবল বর্ষণ ও ধসে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত, বিপর্যস্ত ও বিপন্ন দার্জিলিং ও ডুয়ার্সের বিস্তীর্ণ পাহাড়ি এলাকা। রাতভর দুর্যোগে অন্তত ২৮টি তাজা প্রাণ চলে গিয়েছে। জলের তোড়ে ভেসে গিয়েছে হস্তিশাবক, বাইসন, হরিণের মতো বন্যপ্রাণী। বিপর্যয়ের হাত থেকে রেহাই মেলেনি কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহারের মতো উত্তরবঙ্গের বাকি জেলাগুলিও। প্রকৃতির রোষে পাহাড়ের রানি দার্জিলিং-এ এমন বড় বিপর্যয় আগে কবে হয়েছে তা মানুষ মনে করতে পারছেন না। বৃষ্টিতে রাস্তা ধসে, সেতু ভেঙে কোথাও কোথাও যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। জলের তলায় চলে গিয়েছে ঘরবাড়ি, জমি-জঙ্গল। সিকিম-কালিম্পংয়ের 'লাইফ লাইন' ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক কিংবা দার্জিলিংগামী ১১০ নম্বর জাতীয় সড়ক সহ ৫০টিরও বেশি জায়গা বিধ্বস্ত চেহারা নিয়েছে। অন্তত ৫০ হাজার মানুষ জলবন্দি। আটকে পড়েছেন হাজার হাজার পর্যটক। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে মিরিক। প্রকৃতির যে অনির্বচনীয় আকর্ষণে বারবার ছুটে যায় মানুষ, সেই প্রকৃতিরই রুদ্র রোষের সাক্ষী উত্তরবঙ্গ।

এই বিপর্যয়ের আশু কারণ কয়েক ঘণ্টার প্রবল বৃষ্টি ও ধস হলেও বিশেষজ্ঞ থেকে স্থানীয় মানুষ একে প্রকৃতির প্রতিশোধ হিসেবেই দেখছেন। উন্নয়ন ও নগরায়ণের নামে যেভাবে পাহাড় ও জঙ্গল কেটে নির্বিচার ধ্বংসলীলা চালানো হচ্ছে— এই বিপর্যয় তারই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি সন্দেহ নেই। একদিকে পরিবেশ দূষণ, বিশ্ব উষ্ণায়ন ও জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে হিমবাহ ও তুষার শৃঙ্গগুলির অস্বাভাবিক গলন হচ্ছে, অন্যদিকে চলছে প্রকৃতি-ধ্বংসযজ্ঞ। অরণ্য ধ্বংস করে, পাহাড় কেটে বা ফাটিয়ে রাস্তা নির্মাণ ও তা চওড়া করা, টানেল নির্মাণ, এনজেপি-রংপো রেলপথ নির্মাণ করা হচ্ছে। তিস্তাসহ পাহাড়ি নদীগুলিকে বাঁধ দিয়ে জলাধার, জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র ও সেতু নির্মাণ করা হচ্ছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও পর্যটক টানতে অপরিকল্পিত নগরায়ণ, বেআইনি নির্মাণ, বহুতল, নদীর চর দখল— সবই হচ্ছে দিনের আলোয়। একই সংকটে বিপন্ন উত্তরাখণ্ড, হিমাচল প্রদেশ। অস্বীকার করার উপায় নেই প্রকৃতির এই রোষের জন্য মানুষ কম দায়ী নয়। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রবিবার সারাদিন কলকাতা থেকে সব কিছু 'মনিটর' করার পর সোমবার উত্তরবঙ্গ চলে গিয়েছেন। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় উদ্ধার কাজ শেষ করে দ্রুত স্বাভাবিক জীবন ফিরিয়ে আনতে প্রশাসন পথে নেমেছে। আটক পর্যটকদের ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা হয়েছে ও হচ্ছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্পষ্ট বার্তা, ময়দানি রাজনৈতিক রাজনীতির লড়াইকে আপাতত দূরে সরিয়ে রেখে উত্তরবঙ্গের মানুষের পাশে দাঁড়ানোই রাজনৈতিক দলগুলির এখন মুখ্য কাজ হওয়া উচিত।

—ইমরান রহমান, বারাসত, উত্তর ২৪ পরগনা

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

নারীর ক্ষমতায়নে নয়া দিশা বাংলা

দেবীপক্ষ অতিক্রান্ত। দুর্গাপুজো শেষ। লক্ষ্মীপুজোও। বাংলার উৎসবপ্রাণতায় এখন ছেদ চিহ্ন। সেই আবহে চিনে নিন আরএসএস বিজেপিকে। ওদের নারীবিদ্বেষী মনোভাব ও তার উৎস বিশ্লেষণ করলেন অধ্যাপক **ড. অর্ণব সাহা**

সঙ্ঘ পরিবার মতাদর্শগতভাবে মেয়েদের হীন চোখে দেখে, পুরুষের সমান মর্যাদা তাদের দেয় না, সামাজিক ও রাজনৈতিক স্তরেও সঙ্ঘ মূলত পুরুষতান্ত্রিক ও পিতৃতান্ত্রিক। ২০১৪ সালে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে কেন্দ্রের ক্ষমতায় আসার পর থেকে বিজেপিশাসিত রাজ্যে রাজ্যে মেয়েদের উপর অত্যাচার কতটা বেড়েছে, তা সাম্প্রতিক এনসিআরবির কেন্দ্রীয় রিপোর্টেই প্রকাশিত। রিপোর্ট অনুযায়ী এই নিয়ে পরপর মোট চারবার দেশের নিরাপদতম শহর কলকাতা। বিজেপির প্রোপাগান্ডা মেশিনারি অল্প কিছু ঘটনাকে হাতিয়ার করে যতই বাংলায় মেয়েদের সম্মান লুণ্ঠিত হচ্ছে বলুক, এটাই বাস্তব যে, মমতা ব্যানার্জির নেতৃত্বে বাংলার সরকার বিগত দেড়দশকব্যাপী একধরনের সামাজিক-রাজনৈতিক স্থিতাবস্থা নিশ্চিত করতে পেরেছে বলেই এখনও বাংলা মেয়েদের জন্য নিরাপদ। উত্তরপ্রদেশে যোগী আদিত্যনাথের সরকার আসার পর মেয়েদের উপর অত্যাচার, হিংসা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কিছু নতুন অপরাধের প্রবণতাও বেড়েছে। যেমন, দলবদ্ধ ধর্ষণের লাইভ ভিডিও ভাইরাল করা বা গ্যাংরেপের ভিডিও বিক্রির চোরাবাজার। অতি সম্প্রতি ধর্ষণের পর অপরাধী যুবক গুলি করে ধর্ষিতাকে হত্যা করছে এরকম ভিডিও ভাইরাল করানো হচ্ছে। উত্তর-পশ্চিম ভারতের উচ্চবর্ণবাদী পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতায় যে নারীবিদ্বেষী, বিশেষত দলিত নারীবিরোধী হিংস্র সমাজমন এখনও বিপুল সক্রিয়, এইসব ভিডিও তারই প্রমাণ। উল্টোদিকে বাংলা মাতৃতান্ত্রিক দেশ। এখানে আবহমানকালব্যাপী শাক্তসাধনা ও মাতৃকা-আরাধনা প্রচলিত। স্বাধীন পশ্চিমবঙ্গের প্রথম মহিলা মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি নারীর অধিকার ও ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে একের পর এক সরকারি ও প্রশাসনিক পদক্ষেপ নিয়ে চলেছেন।

এক্ষেত্রে একটা কথা স্পষ্ট বোঝা দরকার। পশ্চিমবঙ্গ কোনও সার্বভৌম রাষ্ট্র নয়। এটি একটি অঙ্গরাজ্য। রাজ্যের আর্থিক ও অন্যান্য শক্তি সীমাবদ্ধ। বিশেষত বিজেপির মতো একটি আগ্রাসী কর্তৃত্ববাদী শক্তি একদশকের উপর ভারতের রাষ্ট্রক্ষমতায় আসার পর এমনকী রাজ্যের নিজস্ব সীমিত উদ্যোগে নেওয়া জনকল্যাণমূলক প্রকল্পগুলো বাস্তবায়িত করার কাজেও ক্রমাগত বাধা দিয়ে চলেছে। ঠিক এই জায়গাতেই মমতা ব্যানার্জির বিকল্প উন্নয়ন-ভাবনা রাজ্যের ব্যাপক সংখ্যক মানুষের জন্য কার্যকরী হচ্ছে। রাজ্য সরকার যে প্রায় ৯৪টা জনকল্যাণমূলক প্রকল্প চালাচ্ছে কেন্দ্রের কাছে ১ লক্ষ ৯৫ হাজার কোটি টাকার বিপুল বকেয়া থাকা সত্ত্বেও, তার মধ্যে অনেকগুলো প্রকল্পই সরাসরি নারী-উন্নয়নের স্বার্থে। সেটা 'মাতৃ মা প্রকল্প', 'কন্যাশ্রী', 'স্বপ্নভোর', 'স্বাবলম্বন', 'আনন্দধারা' প্রকল্পের আওতায় 'বহুমুখী প্রাথমিক মহিলা সঙ্ঘ সমবায়', 'সৃষ্টিশ্রী', 'খাদ্যছায়া', 'বাংলাশ্রী', মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত অজস্র 'হোম স্টে', 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার', 'রূপশ্রী', 'তেজস্বিনী', 'সুকন্যা', 'স্বয়ংসিদ্ধা'র মতো প্রকল্প যেগুলো সরাসরি মেয়েদের উন্নয়নকল্পে ব্যবহৃত। এমনকী 'বাংলার বাড়ি' প্রকল্পের টাকাও বাড়ির মেয়েদের অ্যাকাউন্টে যাচ্ছে। মমতা ব্যানার্জি একজন 'ভিশনারি', রাজনৈতিক স্বপ্নদ্রষ্টা। এই প্রকল্পগুলো তারই ফল। তাঁর সরকার সরাসরি মেয়েদের পাশে দাঁড়াবার বার্তা দিচ্ছে বলেই বাংলা মেয়েদের জন্য গোটা ভারতে 'সেফ জোন'।

২০১৪ সালে উত্তরপ্রদেশের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ তাঁর নিজস্ব ওয়েবসাইটে নিজের একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। লেখাটির শিরোনাম— 'মাতৃশক্তি ভারতীয় সংস্কৃতি কে সন্দর্ভ মে'। এই নিবন্ধে যোগীজি একেবারে সঙ্ঘের নিজস্ব ভাবধারাতেই চূড়ান্ত নারীর ক্ষমতায়নবিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল কিছু মন্তব্য করেছিলেন, যা নিয়ে সমকালীন ভারতীয় রাজনীতিতে ঝড় বয়ে যায়। এতে যোগীজি লিখেছিলেন— "শাস্ত্রে নারীদের সুরক্ষা দেবার কথা বলা হয়েছে। যেমন উর্জার (শক্তি) অবাধে এবং অনিয়ন্ত্রিতভাবে ধ্বংসের কারণ হয়, তেমনি নারীদেরও স্বাধীনতার প্রয়োজন নেই, তাদের সুরক্ষা এবং সঠিক চ্যানেলাইজেশনের প্রয়োজন। স্ত্রীশক্তি সন্তানের সময় পিতা, প্রাপ্তবয়স্ক হলে স্বামী এবং বৃদ্ধ বয়সে পুত্র দ্বারা সুরক্ষিত। নারীদের স্বাধীন বা মুক্ত রাখা যায় না"। স্পষ্টতই উত্তর ভারতের 'গোবলয়ের' মাটিতে পশ্চাৎপদ সামন্তবাদী, মনুবাদী জলহাওয়ায় মেয়েদের সম্পর্কে এ-ধরনের ভাবধারার বহিঃপ্রকাশ খুব একটা অস্বাভাবিক নয়। এই সেই যোগী আদিত্যনাথ যিনি মুখ্যমন্ত্রী হবার পর সন্ধের পর নির্দিষ্ট সময়ে মেয়েদের কোচিং সেন্টার থেকে বাড়ি ফেরার নিদান দিয়েছিলেন এক জনসভায়, যা নিয়ে তুমুল শোরগোল হয়েছিল। পূর্বোক্ত নিবন্ধটিও যোগীজি তাঁর ওয়েবসাইট থেকে সরিয়ে নিতে বাধ্য হন প্রবল সমালোচনার মুখে পড়ে। গোটা উত্তরপ্রদেশে প্রাত্যহিক নারী-ধর্ষণ ও নারী-অবমাননার ক্রমবর্ধমান প্রবণতার সঙ্গে এই মধ্যযুগীয় সামন্তবাদী মানসিকতার প্রত্যক্ষ যোগ রয়েছে।

ঠিক এর বিপরীত ভাবনা মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির। তাঁর লেখা সাম্প্রতিক বই 'লিপিবদ্ধ কিছু কাজ'-এর একটি অধ্যায় 'নারীর ক্ষমতায়ন ও স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে' থেকে খানিকটা অংশ তুলে ধরছি— 'আমি নিজে একজন নারী। এ রাজ্যে মা-মাটি-মানুষের সরকার গঠন করার অনেক আগে থেকে আমি সক্রিয় রাজনীতিতে যুক্ত, ছাত্র আন্দোলন থেকে শুরু করে কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রক সামলেছি। দীর্ঘদিন লোকসভার সাংসদ থেকেছি। দেশের এবং রাজ্যের কোনায় কোনায় গেছি। লক্ষ্য করেছি আমাদের দেশ তথা বাংলায় আমার মা-বোনেদের অবস্থা। যত দেখেছি তত খারাপ লেগেছে। অসহায় লেগেছে তাদের সামাজিক্

শৃঙ্খল দেখে, ভিতর থেকে অনুভব করেছি নারীদের আর্থিক স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তা। পরিবারে তাঁদের সম্মানের প্রয়োজনীয়তা, আর সর্বোপরি নারীদের নিজের কাছে নিজের গুরুত্ব বুঝতে শেখা। সর্বদা তাই মনে হত যদি কখনো রাজ্যে ক্ষমতায় আসি, নিজের যথাসাধ্য চেষ্টা করব আমাদের রাজ্যের মেয়েদের সার্বিক উন্নয়ন ঘটাতে।' এই ভাবনার প্রত্যক্ষ ফলাফলই ২০১১ সালে তৃণমূল কংগ্রেস সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে নারী-উন্নয়নে একের পর এক সাফল্য।

এই মুহূর্তে বাংলার ১২৭টি পৌরসভায় নির্বাচিত মহিলা কাউন্সিলরের সংখ্যা ১১১৪ যা মোট আসনের ৪২ শতাংশের বেশি। জেলা পরিষদে মহিলা সদস্য ৫৬%, পঞ্চায়েত সমিতিতে ৫৩%, গ্রাম পঞ্চায়েতে ৫৫%। রাজ্য বিধানসভায় মহিলা বিধায়কের সংখ্যা ৪৪ এবং রাজ্য থেকে নির্বাচিত সাংসদের মধ্যে ১১ জন মহিলা। সবচেয়ে বড়ো কথা মমতা ব্যানার্জি নিজে যেমন অত্যন্ত সাধারণ ঘর থেকে মাটি কামড়ে লড়াই করে সর্বোচ্চ ক্ষমতায় এসেছেন, তেমনই গ্রাম-শহরের অতিসাধারণ মেয়েদের মনের কথাটি তিনি বোঝেন। এখানেই সংঘী ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে বাংলার নারীসমাজের 'দিদি'ই হয়ে উঠেছেন প্রতিরোধের দেয়াল।

হাবড়া শহরে বিজয়া সম্মিলনীতে বিধায়ক জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক

৩৭ ত্রাণশিবির ■ ৪৯ গ্রুয়েল কিচেন ■ ৩২ কমিউনিটি কিচেন

উত্তরের চার জেলা পুনর্গঠনে ঝাঁপিয়ে পড়ল রাজ্য প্রশাসন

প্রতিবেদন : প্রবল বৃষ্টি ও ভুটান-সিকিমের জলে উত্তরবঙ্গজুড়ে বন্যা ও ভূমিধসে বিপর্যস্ত অবস্থা। এই পরিস্থিতিতে দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার জেলায় ত্রাণ ও পুনর্গঠনে ঝাঁপিয়ে পড়ল প্রশাসন। নবান্ন সূত্রে মঙ্গলবার জানানো হয়েছে, ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় ৩৭টি ত্রাণ শিবির চালু রয়েছে, যেখানে মোট ৮,৮৫৯ জন দুর্গত মানুষ আশ্রয় নিয়েছেন। একইসঙ্গে দুর্গতদের জন্য চালু হয়েছে ৪৯টি গ্রুয়েল কিচেন, যেখানে নিয়মিত খাবার পরিবেশন করা হচ্ছে। সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী, জলপাইগুড়ি জেলায় সর্বাধিক ২৩টি ত্রাণশিবির চলছে, যেখানে ৭,৮১২ জন মানুষ আশ্রয় নিয়েছেন এবং ৩২টি কমিউনিটি কিচেন চালু রয়েছে। আলিপুরদুয়ারে চলছে ৫টি শিবিরে ৬৬০ জন, দার্জিলিঙে ৮টি শিবিরে ৩২৭ জন

এবং কোচবিহারে ১টি শিবিরে ৬০ জন আশ্রয় পেয়েছেন। দুর্গতদের প্রাথমিক আশ্রয়ের জন্য এখন পর্যন্ত মোট ৬৪,০১৫টি ত্রিপল বিতরণ করা হয়েছে— এর মধ্যে জলপাইগুড়িতেই ৩৯,০০০টি ত্রিপল দেওয়া হয়েছে।

নবান্নর এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, উদ্ধার ও পুনর্গঠন কাজ এখন চলছে পূর্ণোদ্যমে। নদী সংলগ্ন এলাকায় ক্ষতিগ্রস্ত সেতু ও পরিকাঠামো মেরামতের কাজে নিযুক্ত কর্মীদের লাইফ জ্যাকেট সরবরাহ করা হয়েছে। দুর্গতদের জন্য বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তাগুলি দ্রুত সংস্কারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তর— পূর্ত, জনস্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্য কারিগরি, সিভিল ডিফেন্স, অগ্নিনির্বাপণ ও জরুরি পরিষেবা, বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা, বিদ্যুৎ ও উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর— সবাই মাঠে থেকে কাজ করছে। প্রশাসনের লক্ষ্য, যত দ্রুত সম্ভব পরিস্থিতি স্বাভাবিক করা এবং দুর্গত মানুষদের ঘরে ফিরিয়ে আনা।

তরুণীর শরীরে ক্ষত দেখেই চিকিৎসার ব্যবস্থা মুখ্যমন্ত্রীর

১৫ দিনের মধ্যেই মিরিকে অস্থায়ী সেতু

প্রতিবেদন : সোমবারের পর মঙ্গলবারও দুর্গত এলাকা চষে ফেললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন সকালে মিরিকের দুধিয়ায় গিয়ে সবটা দেখে নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সেখানে ১৫ দিনের মধ্যে তৈরি করে দেওয়া হবে একটি অস্থায়ী সেতু, যাতে যোগাযোগ ব্যবস্থা দ্রুত পুনরুদ্ধার হয়। পাশাপাশি স্থায়ী সেতু তৈরির কাজও চলবে, যা তৈরি করতে সময় লাগবে প্রায় এক বছর। ইতিমধ্যে দার্জিলিং-মিরিক সংযোগকারী ভেঙে পড়া দুধিয়া সেতু সংস্কারে পদক্ষেপ করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী জানান, ত্রাণশিবিরে আশ্রয় নেওয়া দুর্গতদের যাতে কোনও সমস্যা না হয়, তার জন্য সবদিক লক্ষ্য রাখতে হবে। এক তরুণীর শরীরে আঘাতের চিহ্ন দেখে তৎক্ষণাৎ তাঁর চিকিৎসা ব্যবস্থা করতে নির্দেশ দেন প্রশাসনকে। এছাড়া জানান, কমিউনিটি কিচেন আপাতত একমাস চালানোর নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। এদিন মুখ্যমন্ত্রী মৃতদের পরিবারের সদস্যদের হাতে তুলে দেন আর্থিক সাহায্যও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, এখনও পর্যন্ত রাজ্য সরকারের কাছে ২৩ জনের মৃত্যুর খবর রয়েছে— যার মধ্যে ১৮ জন মিরিক, কালিম্পং অঞ্চলের ও ৫ জন নাগরাকাটার। মৃতদের পরিবারকে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে ৫ লক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্য এবং পরিবারের এক জনকে হোমগার্ডের চাকরির প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী বলেন, টাকা জীবনের বিকল্প নয়। কিন্তু আমরা চাই, এই কঠিন সময়ে যেন কেউ মুখাপেক্ষী হয়ে না-থাকেন। তাই সরকারের তরফে এটুকু সহযোগিতা করা আমাদের সামাজিক কর্তব্য। এদিন, ত্রাণশিবিরে আশ্রয় নেওয়া এক তরুণীর কাছে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী তাঁর শরীরের ক্ষত পরীক্ষা করে বলেন, ওই তরুণী ধসের কবলে পড়েছিলেন। তাই তাঁর শরীরে আঘাত। ক্যাম্পে যাতে ঠিকমতো চিকিৎসা পান আক্রান্ত তরুণী, তা নিয়ে বারবার জেলা প্রশাসনের আধিকারিকদের নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। বিপর্যয়ে মাথার ছাদ হারিয়েছেন অনেক মানুষ। বহু গুরুত্বপূর্ণ নথিও জলে চলে গিয়েছে। আধার, ভোটার, প্যান কার্ডের মতো সেসব জরুরি নথি দ্রুত তৈরি করে দিতে হবে, এই মর্মে জেলাশাসককে নির্দেশ দিয়েছেন রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান। সেইসঙ্গে তাঁর প্রতিশ্রুতি, ভাঙা ঘরবাড়ি সব রাজ্য সরকার বানিয়ে দেবে। পড়ুয়াদের বইখাতা-স্কুল ড্রেস নষ্ট হলে সেটাও দেখে নেওয়া হবে বলে আশ্বাস তাঁর।

একযোগে মানুষের পাশে পার্টি-প্রশাসন

প্রতিবেদন : একরাতের অতিবৃষ্টিতে ভয়াবহ বন্যায় বিধ্বস্ত উত্তরবঙ্গ। ঘরবাড়ি হারিয়েছেন প্রচুর মানুষ, ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে প্রচুর ফসল। ব্যাপক ক্ষতির মুখে পাহাড়ের মানুষ। আর পাহাড়বাসীর এই দুর্দিনে ত্রাণ-বিতরণ থেকে উদ্ধারকাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। একদিকে যেমন দলের তরফে উত্তরের বিভিন্ন জেলার ক্ষতিগ্রস্ত প্রান্তিক এলাকায় ত্রাণ পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে, তেমনই রাজ্য প্রশাসনও ছুটে গিয়েছে দুর্গতদের উদ্ধারে। ত্রাণ-শিবির ও কমিউনিটি কিচেনের মাধ্যমে মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে সমবায় সমিতি থেকে পুলিশ ও জেলা প্রশাসন। জলপাইগুড়ির নাগরাকাটায় বামনডাঙা-মডেল ভিলেজে জলবন্দিদের উদ্ধারে প্রশাসনের তরফে তৈরি হয়েছে অস্থায়ী বাঁশের সাঁকো। বামনডাঙা চা-বাগানের কারখানায় হয়েছে অস্থায়ী ত্রাণ-শিবির। দুর্গম এলাকায় জেসিবি ও ট্রাক্টর করে ত্রাণ-সামগ্রী পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। কোচবিহারের হলদিবাড়িতে বন্যা কবলিত এলাকায় ত্রাণ পৌঁছে দেন মন্ত্রী উদয়ন গুহ, তৃণমূল জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিকরা। মাথাভাঙায় মৃতদের বাড়ি গিয়ে পাশে থাকার আশ্বাসও দেন তাঁরা। জলপাইগুড়িতে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের ক্ষতিপূরণ পাইয়ে দিতে উদ্যোগী হয়েছে জলপাইগুড়ি সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক। রাজ্য সরকারের শস্য বীমা প্রকল্পের মাধ্যমে দ্রুত ক্ষতিপূরণ তাঁদের হাতে পৌঁছে দেওয়া হবে। উত্তরের এই কঠিন সময় মানুষের পাশে থেকে ত্রাণ সামগ্রী পৌঁছে দিয়েছেন সাংসদ-অভিনেতা দেব।

পাহাড়ে অতিবৃষ্টি অস্বাভাবিক নয়

প্রতিবেদন : একরাতের অত্যাধিক বর্ষণে বিপর্যস্ত উত্তরবঙ্গ। দার্জিলিংয়ের পাহাড় থেকে ডুয়ার্সের জঙ্গল, বন্যা-ধসে বিধ্বস্ত জনজীবন। জলদাপাড়া, গরুমারায় বিপন্ন বন্যপ্রাণ। এই প্রথম নয়, হপ্তাদুয়েক আগে কলকাতাও ভয়ঙ্কর অতিবৃষ্টিতে ভেসেছিল। কিন্তু হিসেব বলছে, ভারতে বর্ষা-বিদায়ের বেশি দেরি নেই। তাই শেষ ইনিংসে চালিয়ে খেলছে মনসুন। যদিও সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে বিশেষত পাহাড়ে এইধরনের বৃষ্টি মোটেও অস্বাভাবিক নয় বলেই দাবি হাওয়া-বিশেষজ্ঞদের। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের অধিকর্তা হাবিবুর রহমান বিশ্বাসের মতে, কলকাতার অতিভারী বৃষ্টি অস্বাভাবিক হলেও উত্তরবঙ্গের এই প্রবল বর্ষণ স্বাভাবিক। পাহাড়ি অঞ্চলে এইধরনের অতিবৃষ্টি মাঝেমধ্যে চলতেই থাকে। এবছর ১২ আগস্ট যেমন আলিপুরদুয়ারের নিউল্যান্ড চা-বাগানে ৩৬২.৬ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছিল। আবার ২০১৭ সালের আগস্টে হাসিমারায় ৪৭৮.১ মিলিমিটার ও ২০২০ জুলাইয়ে গাজোলডোবায় ৪৬৩.৪ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছিল। তবে উত্তরে এদিনের অতিবৃষ্টি মেঘভাঙা নয়। এখনও বর্ষা পুরোপুরি যায়নি, এটাও পাহাড়ি অঞ্চলের বর্ষা-বৃষ্টি। যদিও আগামী সাতদিন উত্তর-দক্ষিণে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই জানিয়েছে হাওয়া অফিস।

দিকে দিকে বিজেপির বিরুদ্ধে ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ

প্রতিবেদন : বন্যা-বিধ্বস্ত এলাকায় মানুষের পাশে দাঁড়ানোর নামে 'ফটোশ্যুট' করতে গিয়ে দিকে দিকে মানুষের ক্ষোভের মুখে বিজেপি নেতারা। সোমবার জলপাইগুড়ির নাগরাকাটায় আক্রান্ত হয়েছেন বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু। কোচবিহারের তুফানগঞ্জে আক্রান্ত হতে হয়েছে বিজেপির জেলা সহ-সভাপতিকে। আবার মঙ্গলবার কুমারগ্রামের বিথিবাড়িতে তুমুল বিক্ষোভের মুখে পড়তে হয়েছে বিজেপি বিধায়ক মনোজ ওঁরাওকে। শুধুমাত্র নির্বাচনের সময় দর্শন দিয়ে এমনি সময় 'ডুমুরের ফুল' হয়ে যাওয়া বিজেপি নেতারা দুর্যোগের সুযোগে ফুটেজ খেতে যেতেই ক্ষোভে ফেটে পড়েছে মানুষ। বিরোধী জনপ্রতিনিধিদের উপর এই হামলার তীব্র নিন্দা করেও বিজেপির বিরুদ্ধে মানুষের এই ক্ষোভের কারণ দর্শিয়েছে তৃণমূল। দলের সাফ বক্তব্য, দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্নভাবে কেন্দ্রীয় বঞ্চনার শিকার হয়ে বিজেপির বিরুদ্ধে মানুষের মধ্যে যে ক্ষোভ জমা হয়েছে, এ তারই বহিঃপ্রকাশ!

সোমবার বন্যা-দুর্গত এলাকায় ত্রাণের বদলে প্রচুর গাড়ি নিয়ে ফটোশ্যুট করতে যান বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু ও বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ। তাঁদের দেখেই স্থানীয় মানুষ ক্ষোভে ফেটে পড়েন। মঙ্গলবার শিলিগুড়ির হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বিজেপি

সাংসদকে দেখতে যান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই দুর্যোগের সময় রাজনীতি না করে সকলকে একসঙ্গে মানুষের পাশে দাঁড়ানোর বার্তা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু এ-নিয়ে ইতিমধ্যেই রাজনীতি করতে নেমে পড়েছে বিজেপি। পাল্টা জবাবে বিজেপিকে বিদ্ধ করেছে তৃণমূলও। দলের মুখপাত্র তথা রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষের কটাক্ষ, এতদিন এত জায়গায় বিপর্যয় হয়েছে, সেখানে যাননি কেন? মণিপুরের অশান্তির ৯৬৪ দিন পরে প্রধানমন্ত্রী সেখানে গিয়েছেন! আর প্রধানমন্ত্রী আইনশৃঙ্খলা নিয়ে কথা বলেন কোন মুখে? বিজেপি-শাসিত ওড়িশায় বিজেপি নেতাকে গুলি করে খুন করে দুষ্কৃতীরা! সেখানে আইনশৃঙ্খলা কোথায়?

সোমবারের ঘটনায় রাজ্যের কাছে রিপোর্ট তলব করেছেন লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা। এ-প্রসঙ্গে তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ জানিয়েছেন, লোকসভার স্পিকার যদি কিছু চেয়ে থাকেন, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা সেটা দেখে নেবেন। আমরা এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছি। দল এই হামলা কোনওভাবেই সমর্থন করে না। একইসঙ্গে বিজেপিকে নিশানা করে কুণালের আরও আক্রমণ, আপনাদের নেতারা ত্রাণ না নিয়ে শুধু ছবি তুলতে দুর্গত এলাকায় গিয়েছিলেন, সেই কারণেই মানুষের ক্ষোভ আছড়ে পড়েছে। কারণ, মানুষ জানে তাঁদের আবাসের টাকা, ১০০ দিনের প্রাপ্য টাকা কে দেয়নি, কেন দেয়নি। বাংলার নানা কাজের টাকা রাজ্যের বিজেপি নেতারাই কেন্দ্রকে বলে আটকে দিয়েছেন, আর এখন বড়-বড় কথা বলছেন? মানুষের ক্ষোভ কীসের জন্য সেটাও তো বুঝতে হবে। এই ঘটনা নিয়ে আপনারা যত বেশি রাজনীতি করবেন, মানুষ তত বেশি করে আপনাদের প্রত্যাখান করবে। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে শুরু থেকেই তৃণমূল কর্মীরা, স্থানীয় প্রশাসন, পুলিশ, ক্লাব-সংগঠন মানুষের পাশে রয়েছে। সেখানে ত্রাণ ছাড়া খালি হাতে কি করতে গিয়েছিলেন বিজেপি নেতারা? ফটো তুলতে?

রাজ্য
8 October, 2025 • Wednesday • Page 6 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

অবৈধ বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীকে গ্রেফতার করল বারুইপুর থানা। অভিযুক্তের নাম মহম্মদ সুজন মোল্লা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০১৮ সালে অবৈধ পথে বাংলাদেশ থেকে ভারতে প্রবেশ করে সে

চলতি মাসের তৃতীয় সপ্তাহেই শুরু আবেদন

প্রতিবেদন : অক্টোবর মাসের তৃতীয় সপ্তাহ থেকেই শুরু হতে চলেছে প্রাথমিকে নিয়োগে আবেদন নেওয়ার প্রক্রিয়া। প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ সভাপতি গৌতম পাল জানান অক্টোবরের তৃতীয় সপ্তাহ থেকেই চালু হয়ে যাবে পোর্টাল। সেই পোর্টালের মাধ্যমে উত্তীর্ণ চাকরিপ্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন। এরপর সেই আবেদনপত্র খতিয়ে দেখে ইন্টারভিউর জন্য ডাকবে পর্ষদ। পোর্টাল চালু হওয়ার সম্ভাব্য তারিখ খুব শীঘ্রই জানাতে চলেছে পর্ষদ। পুজোর আগেই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি জারি করছিল প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ। এবার সেই মতোই রাজ্যের প্রাথমিক স্কুলগুলিতে ১৩,৪২১ শূন্যপদে শিক্ষক নিয়োগ হতে চলেছে। প্রসঙ্গত, ২০২৩ টেট-এ উত্তীর্ণ হয়েছে ৬,৭৫৪ জন পরীক্ষার্থী। প্রথম ১০-এ রয়েছে ৬৪ জন।

সেক্টর ফাইভে স্মার্ট নজরদারি
চালু স্বয়ংক্রিয় নম্বর প্লেট ব্যবস্থা

প্রতিবেদন : রাজ্যের তথ্যপ্রযুক্তি হাব সেক্টর ফাইভে যানবাহন নিয়ন্ত্রণ ও নজরদারি ব্যবস্থাকে আরও আধুনিক করতে রাজ্য সরকার স্বয়ংক্রিয় নম্বর প্লেট শনাক্তকরণ বা এএনপিআর প্রকল্প আনতে চলেছে। নবদিগন্ত ইন্ডাস্ট্রিয়াল টাউনশিপ অথরিটি ও রাজ্য সরকারের ওয়েবেল টেকনোলজি লিমিটেড বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেটের সহযোগিতায় এই প্রকল্প রূপায়ণ করবে। এই ব্যবস্থায় শহরের গুরুত্বপূর্ণ মোড়গুলিতে লাগানো ক্যামেরা স্বয়ংক্রিয়ভাবে গাড়ির নম্বর প্লেট শনাক্ত করবে, যার মাধ্যমে যান চলাচলের ধরন বিশ্লেষণ, ট্রাফিক নিয়মভঙ্গের ঘটনা ধরতে পারা এবং আইন প্রয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হবে। সরাসরি পুলিশ ডেটাবেসের সঙ্গে যুক্ত থাকায় এই প্রযুক্তির মাধ্যমে চুরি যাওয়া বা সন্দেহভাজন গাড়ি শনাক্ত করতেও সুবিধা হবে। চূড়ান্ত ব্যস্ত তথ্য প্রযুক্তি তালুকে যান চলাচল নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি, দূরদূরান্ত থেকে রুজি-রুটির সন্ধানে ওই এলাকায় আসা মানুষের নিরাপত্তা বাড়ানো এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য।

প্রথম পর্যায়ে সেক্টর ফাইভের চারটি গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন ইনফ্রারেড যুক্ত এএইচডি এএনপিআর ক্যামেরা লাগানো হবে। বেনফিশ (বিহার ওয়ারিয়র গেট), ফিলিপস মোর, ২১৫এ বাসস্ট্যান্ডের পোস্ট অফিসের সামনে এবং ওই বাসস্ট্যান্ডের ডানদিকের মোড়ে। মোট ১৫টি ক্যামেরা বসানো হবে এই এলাকাগুলিতে। ২৪ ঘণ্টা নজরদারির জন্য ৪৯ ইঞ্চি আল্ট্রা এইচডি ডিসপ্লে-সহ একটি কেন্দ্রীয় কন্ট্রোল রুম স্থাপন করা হচ্ছে। এনডিআইটিএ ও ডবলিউটিএল যৌথভাবে একটি প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট ইউনিট (পিএমইউ) তৈরি করেছে, যারা প্রকল্পের অগ্রগতি তদারকি করবে।

অধিকারিকদের দাবি, রাজ্য সরকারের স্মার্ট পরিকাঠামো উন্নয়ন পরিকল্পনার অংশ হিসেবেই এই উদ্যোগ। এর ফলে সেক্টর ফাইভের ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা আরও নির্ভুল, নিরাপদ ও প্রযুক্তিনির্ভর হবে— যা দৈনন্দিন যাত্রী ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর জন্য বড় সহায়ক হতে চলেছে।

■ দমদম-বারাকপুর সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের বিজয়া সম্মিলনী। রয়েছেন মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, ব্রাত্য বসু, সাংসদ সৌগত রায়, বিধায়ক সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়। দমদম রবীন্দ্র ভবনে মঙ্গলবার।

■ মথুরাপুরে বিজয়া সম্মিলনী। পুরনো কর্মীদের সংবর্ধিত করলেন রাজ্য তৃণমূল মুখপাত্র অরূপ চক্রবর্তী, বাপি হালদার, অলোক জলদাতা প্রমুখ।

■ আবার এসো মা। বাগবাজার গঙ্গার ঘাটে বিসর্জন। — শুভেন্দু চৌধুরী

সপ্তাহান্তে বর্ষা বিদায়ের উপযুক্ত পরিবেশ, কমছে বৃষ্টির সম্ভাবনাও

প্রতিবেদন : সপ্তাহ-শেষেই বিদায় নেবে বর্ষা। কমছে বৃষ্টির সম্ভাবনাও। এমনটাই জানাল আলিপুর আবহাওয়া দফতর। ১০ অক্টোবর নির্ধারিত সময়ে বাংলার বর্ষা বিদায় না হলেও সপ্তাহান্তে বর্ষা বিদায়ের উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি হতে পারে। আবহাওয়াবিদ হাবিবুর রহমান জানাচ্ছেন, বর্ষা বিদায় রেখার অন্য অংশ উত্তরপ্রদেশের শাহজাহানপুরে এসে ২৬ সেপ্টেম্বর থেকে থমকে আছে। আগামী তিন-চার দিনের মধ্যে বর্ষা গুজরাতের বাকি অংশ থেকে বিদায় নিতে পারে। এরপর আগামী ৩-৪ দিনের মধ্যেই বাংলায় বর্ষা বিদায়ের উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি হতে পারে। উত্তরেও দুর্যোগের রেশ কমবে। বুধবার বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির পরিমাণ কিছুটা বাড়লেও ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। হালকা মাঝারি বৃষ্টির সতর্কতা থাকবে দার্জিলিং জলপাইগুড়ি এবং কোচবিহার জেলাতে। বৃহস্পতিবার থেকে বৃষ্টির সম্ভাবনা ক্রমশ কমবে।বৃহস্পতিবার থেকে রবিবার পর্যন্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা আরো কমবে। স্থানীয়ভাবেই শুধু কিছু জেলার কিছু অংশে বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টি। বেশিরভাগ অংশই কার্যত বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই বললেই চলে।

■ ১৯৮২ সালের ৭ অক্টোবর সিপিএম-আশ্রিত দুষ্কৃতীর হাতে নিহত তৎকালীন হাওড়া জেলা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক মানস সেনের স্মরণে বাগনান কেন্দ্র তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে রক্তদান শিবির। উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক রাজা সেন-সহ অন্যরা। ১৪৮ জন রক্তদান করেন।

বারাসতে কালীপুজোর আগে তৎপর প্রশাসন

সংবাদদাতা, বারাসত : বারাসত ও মধ্যমগ্রামের কালীপুজোর জনপ্রিয়তার কথা আলাদা করে বলার কিছু নেই। তাই দীপাবলির আগে নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলা বজায় রাখতে ইতিমধ্যেই মাঠে নেমে পড়েছে পুলিশ প্রশাসন। এদিকে, আবহাওয়া অনুকূলে থাকায় শেষ মুহূর্তের কাজে জোর দিয়েছেন শিল্পী থেকে পুজো উদ্যোক্তারা।

বারাসত জুড়ে ১২টি বড় পুজোর পাশাপাশি প্রায় দুই শতাধিক পুজো হয়। মধ্যমগ্রামে সেই অনুমোদিত সংখ্যা প্রায় ৪৯টি। তবে বড় পুজোর সংখ্যা ৯টি। এছাড়া মধ্যমগ্রাম জুড়ে অ-অনুমোদিত প্রায় আড়াইশোর বেশি পুজো হয়।

কালীপুজোকে কেন্দ্র করে বারাসতের সুখ্যাতি রাজ্য ছাড়িয়ে দেশ-বিদেশেও ছড়িয়েছে। এবারও তার অন্যথা হবে না। দেশ-বিদেশের নজরকাড়া স্থাপত্য, ধর্মীয় পীঠস্থান ও সৃজনশীল ভাবনার মণ্ডপসজ্জার সঙ্গে আলোর রোশনাই এবারেও দর্শনার্থীদের মনোরঞ্জন করবে বলেই দাবি উদ্যোক্তাদের। প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে প্রথম দিকে কাজে সমস্যা হলেও আবহাওয়ার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গেই কাজে গতি বেড়েছে। হাতে গোনা কয়েকটি দিনের মধ্যেই মণ্ডপসজ্জা, আলোকসজ্জা ও প্রতিমার কাজ শেষ হয়ে যাবে বলেই দাবি উদ্যোক্তাদের। পিছিয়ে নেই মধ্যমগ্রামও। বিগত কয়েক বছর ধরেও মধ্যমগ্রামের বেশকিছু পুজো টক্কর দিচ্ছে। ফলে পুজোর ক'টা দিন তো বটেই, তার আগে থেকেই ভিড় সামলানোর পরিকল্পনায় ব্যস্ত হয়ে পড়েছে পুলিশ-প্রশাসন।

এবারের কালীপুজোর ভিড় সামলানো নিয়ে একাধিক পদক্ষেপ নিয়েছে বারাসত জেলা পুলিশ। মঙ্গলবার সকালে বারাসত শহরের একাধিক বিগ বাজেটের পুজোগুলির মণ্ডপশিল্পী ও কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বললেন খোদ পুলিশ সুপার। পুলিশ সুপার প্রতীক্ষা ঝারখরিয়া জানান, গত বছর কালীপুজোতে শহর বারাসতের একাধিক বিগ বাজেট পুজোর একই দিনে মণ্ডপ উদ্বোধনের কারণে গোটা শহর জুড়ে যান চলাচল নিয়ন্ত্রণে আনতে বেশ সমস্যা হয়েছিল। তাই এবার প্রথম থেকেই উদ্বোধনের দিনগুলি আলাদা আলাদা করে দেওয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছে। পাশাপাশি দর্শনার্থীদের প্রতিমা দর্শনে যাতে অসুবিধে না হয় তার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। নির্দেশ দেওয়া হয়েছে প্রধানত জাতীয় সড়কের ওপর কোনওরূপ ওভারহেড ইলেকট্রিক গেট তৈরি করা যাবে না। পুজোর দিনগুলিতে বারাসতবাসীদের যাতায়াতের জন্য বিশেষ ব্যবস্থার পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে। পুজোর দিনগুলি ব্যবসায়ীদের জাতীয় সড়কের পার্শ্ববর্তীতে যত্রতত্র ব্যবহার না করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন তিনি। পুরো বিষয়টাই হাইকোর্টের নির্দেশ মেনেই করা হবে।

যুদ্ধকালীন তৎপরতায় হবে কাজ, বাঁধ পরিদর্শনে মন্ত্রী

সংবাদদাতা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা : ফের নদী ভাঙন। খবর পেয়েই দ্রুত ঘটনাস্থলে গেলেন সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা। গঙ্গাসাগরের মহিষামারি বাগু মোড় সংলগ্ন এলাকায় জলনিকাশ গেটের পাশে নদী বাঁধে বড়সড় ভাঙন দেখা দিয়েছে। বাঁধের বেশ কিছুটা অংশ ভেঙে যাওয়ায় নোনা জল এলাকায় ঢুকতে শুরু করেছে। এদিন মন্ত্রীর সঙ্গে এলাকা পরিদর্শনে যান সাগরের বিডিও কানাইয়া কুমার রাও এবং সেচ দফতরের আধিকারিকেরা।

এলাকাবাসীদের সঙ্গে কথা বলেন মন্ত্রী। দ্রুত নদী বাঁধ মেরামতির আশ্বাস দেন। সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা বলেন, রাজ্য সরকারের উদ্যোগে সুন্দরবন এলাকায় একাধিকবাদের কাজ হচ্ছে। কেন্দ্র সরকার এই বাঁধ নিয়ে কোন মাথাব্যথা নেই। শুধু গরিব মানুষদের নিয়ে রাজনীতি করছে। ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করছে, ১০০ দিনের কাজের টাকা বন্ধ করে দিয়েছে। এখনও পর্যন্ত কোন গরিব মানুষের প্রতি কেন্দ্র সরকারের কোন দায়বদ্ধতা নেই। রাজ্য সরকার যেভাবে কাজ করছে গরিব মানুষের পাশে আছে আগামী দিনের সমস্ত বাঁধ মেরামতী কাজ জোরকদমে হবে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমার বাংলা

8 October, 2025 • Wednesday • Page 7 || Website - www.jagobangla.in

৭
৮ অক্টোবর ২০২৫
বুধবার

পুলিশের জালে ধরা পড়ল দুই মাদক পাচারকারী। সোমবার রাতে গাজোল থানার পুলিশ ১২ নম্বর জাতীয় সড়কের রাঙ্গাভিটা এলাকায় তল্লাশি চালায়

স্পিডবোটে করে প্রসূতিকে উদ্ধার দুর্গতদের মসিহা ডাক্তার ইরফান

■ দড়িতে ঝুলে দুর্গত এলাকায় যাচ্ছেন ইরফান মোল্লা। ডানদিকে, স্পিড বোটে করে প্রসূতিকে উদ্ধার।

আর্থিকা দত্ত ● জলপাইগুড়ি

ভেসে গিয়েছে রাস্তা। যেদিকে দেখা যায় জলের স্রোত। দুর্যোগের তোয়াক্কা করেননি, নিজের কী হতে পারে একবারও ভাবেননি। সব উপেক্ষা করে দড়িতে ঝুলে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত চলে গিয়েছেন। শুধুমাত্র দুর্গত মানুষগুলোর সেবায়। তাঁদের মধ্যে আছেন অসুস্থ প্রৌঢ়, জ্বরে আক্রান্ত শিশু, প্রসুতি মা-ও। তাঁদের কাছে মাসিহা চিকিৎসক ইরফান মোল্লা। ডাঃ ইরফান মোল্লা বর্ধমানের বাসিন্দা। পড়াশোনা উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে। ২০১৯ সাল থেকে নাগরাকাটার ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক হিসেবে দায়িত্বে আছেন তিনি। দুর্যোগে বিপন্ন নাগরাকাটা থেকে স্পিডবোটে করে চিকিৎসক নিজে উদ্ধার করলেন মা-কে। দুর্গম, ভাঙা ব্রিজ, হাতির আতঙ্ক, তবু আপনি ঝুঁকি নিয়ে ছুটলেন মানুষের পাশে? রোগী দেখতে দেখতেই উত্তর দিলেন ডাক্তারি পড়ার সময়ই শপথ করে ছিলাম মানুষের প্রাণ বাঁচানো আমার একমাত্র কর্তব্য, দায়িত্ব। তাতে যদি আমার প্রাণের ঝুঁকিও থাকে তবুও যাবে। দুর্যোগের খবর পেয়েও তাই আর কিছু ভাবিনি। মেডিক্যাল টিম নিয়ে বেরিয়ে পড়ি। ওখানে পৌঁছানোর একমাত্র উপায় ছিল দড়ি বেয়ে ঝুলে যাওয়া। বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর সাহায্যে চিকিৎসা সরঞ্জাম নিয়ে পৌঁছে যাই এলাকায়। সরেজমিনে গিয়ে বুঝলাম কতটা বড় ক্ষতি হয়েছে ঘরবাড়ি ভেসে গেছে, গবাদি পশু নেই, অনেকেই গুরুতর আহত। মডেল ভিলেজ, বিচ লাইন, ১৮ নম্বর লাইন, ফ্যাক্টরি অফিস এই এলাকাগুলোয় প্রাথমিক চিকিৎসা পৌঁছে দিই এবং পরবর্তী পরিকল্পনা তৈরি করি। ইরফান জানিয়েছেন, প্রথম দিনই যথেষ্ট ওষুধ ও সরঞ্জাম পৌঁছে দিই। এই এলাকায় প্রায় ৮-৯ হাজার মানুষ থাকেন। সবাই একসঙ্গে অসুস্থ হন না, তাই ধাপে ধাপে প্রয়োজন অনুযায়ী ওষুধ পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। গুরুতর অসুস্থদের বিশেষ ব্যবস্থা করে হাসপাতালে আনা হচ্ছে। প্রসুতি মায়ের উদ্ধারের কথা বলতে গিয়ে চিকিৎসক বললেন, সোমবার রাত দেড়টার সময় খেরকাটা এলাকার এক গর্ভবতী মায়ের প্রসবযন্ত্রণা ওঠে। ভাঙা রাস্তা পার করে, স্ট্রেচারে তুলে, জঙ্গল পেরিয়ে, স্পিডবোটে করে তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। চিকিৎসা শুরু করার পর তাঁর অবস্থা অনুযায়ী রেফার করি মালবাজার সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে। আমরা ঠিক করেছি, যাদের ডেলিভারির তারিখ কাছাকাছি, তাদের অগ্রিম হাসপাতালে এনে রাখব। একইভাবে দু'জন ডায়ালিসিস রোগীকেও হাসপাতালে ভর্তি রাখার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি সবার খাবারের দায়িত্বও হাসপাতাল নিয়েছে। কথার শেষে সবচেয়ে কৌতূহলপূর্ণ প্রশ্ন তাঁর কাছে, আগে কখনও এভাবে দড়ি বেয়ে একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে খাদ পেরিয়ে গিয়েছেন? হালকা হেসে ইরফান বললেন, না। এই প্রথম। যাঁদের আমাকে প্রয়োজন ছিল তাঁদের সুস্থ করতে পেরেছি এটাই আমার কাছে তৃপ্তির।

নির্বিঘ্নে ফিরে প্রশাসনকে ধন্যবাদ দিলেন পর্যটকেরা

খুলে গেল টাইগার হিল-সান্দাকফু

প্রতিবেদন : দুর্যোগ কাটিয়ে ছন্দে ফিরেছে উত্তর। প্রশাসনের তৎপরতায় স্বাভাবিক হয়েছে রাস্তা। মঙ্গলবার সকাল থেকেই রোদ ঝলমলে পাহাড় থেকে সমতল। বৃষ্টি হয়নি। ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তার সারাইয়ের কাজ চলছে জোরকদমে। জলমগ্ন এলাকাগুলিও স্বাভাবিক হয়েছে। পাহাড়-সহ সমতলের এলাকাগুলি থেকেও জল নেমে গিয়েছে। ভূমিধসের দাপটে রবিবার পর্যটকদের জন্য দার্জিলিংয়ের একাধিক দর্শনীয় স্থান বন্ধ করে দিয়েছিল জিটিএ। টাইগার হিল, সান্দাকফু, রক গার্ডেনের মতো জনপ্রিয় জায়গাগুলিতে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছিল নিরাপত্তার স্বার্থে। তবে মাত্র একদিনের মধ্যেই পরিস্থিতি অনেকটা স্বাভাবিক হওয়ায় সোমবার সেই নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয়েছে। ফলে আবারও প্রাণ ফিরে পেয়েছে পাহাড়ি পর্যটন, ফের ভিড় বাড়ছে দার্জিলিং ও কালিম্পংমুখী পর্যটকদের। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশমতো ক্ষতিগ্রস্ত বাড়িগুলি জরুরি ভিত্তিতে সারাইয়ের কাজও চলছে। পাশাপাশি বিপর্যস্ত এলাকা থেকে সুষ্ঠুভাবে উদ্ধার করা হয়েছে পর্যটকদের। নির্বিঘ্নে পর্যটকেরা ফিরেছেন বাড়িতে। মঙ্গলবার সকালে হাওড়া স্টেশনে নেমেই প্রশাসনের প্রশংসা করলেন পর্যটকরা। নদিয়ার বিরতি দাস, যাদবপুরের নির্জল প্রামাণিক-সহ বাকি পর্যটকরা জানান, দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় ধস, রাস্তা বন্ধের খবর পেয়ে দুশ্চিন্তা হলেও প্রশাসন যেভাবে তৎপরতার সঙ্গে কাজ করেছে তা প্রশংসনীয়। পুবং, বিজনবাড়ি যেসব এলাকাগুলি সবথেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সেখান থেকেও পর্যটকদের উদ্ধার করে আনা হয়েছে। কুনকি হাতি, পে-লোডারের সাহায্যেও জলমগ্ন এলাকা থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। এনবিএসটিসির তরফে ভলভো বাসের ব্যবস্থা ছিল। অনেকে বাসে করেই ফিরেছেন। তবে মিরিকের রাস্তা এবং পাহাড়ে ওঠার রোহিণী রোড রবিবার থেকে বন্ধ। পাশাপাশি রাস্তার কাজ হওয়ার কারণে এবং সতর্কতার কথা মাথায় রেখে আগামী ১০ অক্টোবর পর্যন্ত পাহাড়ের স্কুল, কলেজ বন্ধ রাখার নোটিশ দেওয়া হয়েছে জিটিএ-এর তরফে।

মৃত দু'জনের পরিবারকে ৫ লক্ষ টাকার চেক

■ শোকার্ত পরিবারের পাশে দ্যুতিমান ভট্টাচার্য, অরবিন্দকুমার মিনা, অভিজিৎ দে ভৌমিক প্রমুখ।

সংবাদদাতা, কোচবিহার : মাথাভাঙা, মাথাভাঙা ১ ব্লকের কেদারহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের জোরশিমুলি জলঢাকার জলে তলিয়ে গিয়ে মৃত দুই পরিবারের সদস্যদের হাতে মঙ্গলবার রাতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে ৫ লক্ষ টাকার চেক তুলে দেওয়া হল। এদিন কোচবিহার জেলা পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য, জেলাশাসক অরবিন্দ কুমার মিনা ও কোচবিহার জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিকের উপস্থিতিতে মৃত পরিবারের সদস্যদের হাতে ৫ লক্ষ্য টাকার চেক তুলে দেওয়া হল। আগামীতে পরিবারের একজন সরকারি চাকরি পাবেন। প্রসঙ্গত, মাথাভাঙা দুই ব্লকের ফুলবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের কৃষ্ণ কলোনিতে জলঢাকা নদীর জলে নিখোঁজ হয়ে যাওয়া দয়ারাম বর্মন ও মৃন্ময় বর্মন এর দেহ উদ্ধার হল সোমবার। রবিবার দিনভর নিখোঁজ ছিল এই গ্রামের দুজনের দেহ। কান্নায় ভেঙে পড়েছে দুজনের পরিবার। সোমবার দুপুরের পর থেকে মাথাভাঙা ১ ব্লকের কেদারহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের জোরশিমুলি এলাকায় নদীর জল নামতে শুরু করেছে। পরিস্থিতি ক্রমশ স্বাভাবিক হচ্ছে। এদিন এই এলাকায় গিয়েছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ জগদীশ বর্মা বসুনিয়া। সাংসদ বলেন, স্বজন হারানো দুই পরিবারের সঙ্গে তিনি দেখা করেছেন। এদিন এই এলাকায় গিয়েছিলেন তৃণমূল মুখপাত্র পার্থপ্রতিম।

প্রত্যন্ত এলাকায় পৌঁছল ত্রাণ

■ দুর্গতদের হাতে প্রয়োজনীয় জিনিস তুলে দিলেন উদয়ন গুহ, অভিজিৎ দে ভৌমিক, পরেশ অধিকারী।

সংবাদদাতা, কোচবিহার : মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে প্রত্যন্ত এলাকায় পৌঁছে গেল ত্রাণ। মঙ্গলবার কোচবিহারের মাথাভাঙায় ত্রাণ নিয়ে যান উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ, তৃণমূল জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক, বিধায়ক পরেশ চন্দ্র অধিকারী-সহ জেলাশাসক অরবিন্দকুমার মিনা, পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য। মন্ত্রী উদয়ন গুহ বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে এই প্রত্যন্ত এলাকায় ত্রাণ বিলি করা হয়েছে। এদিকে মাথাভাঙায় জলঢাকা নদীতে ভেসে গিয়ে মৃত দুজনের পরিবারের সঙ্গে আজ দেখা করেন তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক। মাথাভাঙা দুই ব্লকের ফুলবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের কৃষ্ণ কলোনিতে জলঢাকা নদীর জলে নিখোঁজ হয়ে যাওয়া দয়ারাম বর্মন ও মৃন্ময় বর্মন এর দেহ উদ্ধার হল সোমবার। রবিবার দিনভর নিখোঁজ ছিল এই গ্রামের দুজনের দেহ। কান্নায় ভেঙে পড়েছে দুজনের পরিবার। মাথাভাঙায় অনবরত বৃষ্টির জেরে জল বেড়েছে জলঢাকায়। সরকারি সাহায্যের আবেদন জানিয়েছেন এলাকাবাসীরা। তবে সোমবার দুপুরের পর থেকে মাথাভাঙা ১ ব্লকের কেদারহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের জোরশিমুলি এলাকায় নদীর জল নামতে শুরু করেছে। পরিস্থিতি ক্রমশ স্বাভাবিক হচ্ছে। মঙ্গলবার ওই এলাকায় যান অভিজিৎ দে ভৌমিক।

অপারেশন রাইনো সফল, ভেসে যাওয়া ৫ গন্ডার উদ্ধার

বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী ● আলিপুরদুয়ার

■ উদ্ধার হওয়া গন্ডারকে ছাড়া হল জঙ্গলে।

মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে দুর্যোগের জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের বন্যপ্রাণীদের অবস্থার খোঁজ খবর নিতে জলদাপাড়ায় আসেন বন মন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা। বনমন্ত্রীর নির্দেশে এরপর বন্যার জল কমতেই, জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যান থেকে বন্যার জলে ভেসে যাওয়া বন্যপ্রাণীগুলোকে উদ্ধার করার কাজে নেমে পড়েন বনকর্মীরা। সোমবার সকাল থেকেই ভেসে যাওয়া গন্ডারগুলোকে প্রথমে খুঁজে বের করে বনকর্মীরা। এরপর শুরু হয় অপারেশন রাইনো। দীর্ঘ দুদিনের চেষ্টায় বন্যার জলে ভেসে গিয়ে গ্রামে আশ্রয় নেওয়া পাঁচটি গন্ডারকে জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানে ফেরাতে সফল হয়েছে বনকর্মীরা। এই উদ্ধার কাজে ১২টি প্রশিক্ষিত কুনকি হাতি, অসংখ্য বন দফতরের গাড়ি ও প্রায় ১০০ বনকর্মীর অক্লান্ত পরিশ্রম সাফল্য এনেছে। তবে একটি গন্ডার এখনও কোচবিহারের ঘোকসাডাঙার খট্টিমারিতে অবস্থান করছে। সেটিকে নিয়ে কিছুটা চিন্তায় রয়েছে বনকর্তারা। ওই এলাকাটি ঘিরে রেখেছেন বনকর্মীরা। ওই গন্ডারটি উদ্ধারের জন্য কুনকি হাতিদেরও প্রস্তুত রাখা হয়েছে। অভিযানের নেতৃত্বে ছিলেন জলদাপাড়া বনবিভাগের ডিএফও পরভিন কাসোয়ান ও জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের সহকারী বন্যপ্রাণ সংরক্ষক নবিকান্ত ঝা। লোকালয় থেকে জঙ্গলে ফিরে আসা পাঁচটি গন্ডারই শারীরিকভাবে সম্পূর্ণ সুস্থ রয়েছে বলে জানিয়েছেন বনকর্তারা। তবে আগামী কয়েকদিন তাদের গতিবিধির উপর কড়া নজর রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। জলদাপাড়া বনবিভাগের ডিএফও পরভিন কাসোয়ান বলেন 'কোনও সমস্যা ছাড়া আমরা গন্ডারগুলিকে জঙ্গলে ফেরত আনতে সক্ষম হয়েছি। কাজটা খুব কঠিন ছিল। আমাদের খুব সতর্কতার সঙ্গে কাজ করতে হয়েছে।

আমার বাংলা
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
8 October, 2025 • Friday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in

ঘাটালে এখনও ভরসা নৌকা-ডিঙি

ডিভিসির বেহিসেবি জলছাড়ার প্রতিবাদে তৃণমূল

■ নৌকোয় যাতায়াত। (ডানদিকে) ডিভিসির বিনা নোটিশে জলছাড়ার প্রতিবাদে গণ ডেপুটেশন দেওয়া হল মাইথন দফতরে। উপস্থিত শ্রম ও আইনমন্ত্রী মলয় ঘটক।

সংবাদদাতা, ঘাটাল : প্লাবিত ঘাটালে বাড়ছে বন্যার জল। নৌকা ও ডিঙি চড়ে চলছে যাতায়াত। সমস্যায় ঘাটালের বানভাসি এলাকার মানুষজন। তবে জল কমেছে চন্দ্রকোণার শিলাবতী ও কেঠিয়া নদীতে। ড্রোন ক্যামেরায় ঘাটালের অজবনগরে ধরা পড়লো বন্যার ছবি। শিলাবতী, মনসুকার ঝুমি নদীর জলস্তর বেড়ে প্লাবিত ঘাটাল পুরসভার ১৭ ওয়ার্ডের ১১টি। ঘাটাল ব্লকের একাধিক গ্রাম পঞ্চায়েতের বিস্তীর্ণ এলাকায় জলে ডুবে রয়েছে রাস্তাঘাট থেকে শুরু করে একাধিক ঘরবাড়ি, বিঘের পর বিঘে কৃষিজমি। ঘাটাল পুরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ড আড়গোড়া চাতাল এলাকায় ঘাটাল চন্দ্রকোণা রাজ্য সড়কের উপর প্রায় হাঁটুসমান বন্যার জল পেরিয়ে চলছে যাতায়াত। চরম দুর্ভোগে ঘাটালবাসী। প্লাবিত এলাকায় বাড়ছে বন্যার জল। এনিয়ে ছয়বার বন্যার সম্মুখীন ঘাটাল। এই জলযন্ত্রণা থেকে কবে মুক্তি মিলবে তাঁরা জানেন না। সোমবার থেকে পরিবর্তন হয়েছে আবহাওয়ার। মেঘলা আকাশ বা বৃষ্টির দেখা নেই। রোদ ঝলমলে আবহাওয়া গতকাল থেকেই। এতেই কিছুটা হলেও ঘাটালের পরিস্থিতির উন্নতির আশায় বুক বাঁধছেন জলমগ্ন এলাকার বাসিন্দারা।

ছিনতাই ও মারের অভিযোগে গ্রেফতার বিজেপির উপপ্রধান

■ বিজেপি নেতা তারাপদ মণ্ডল।

সংবাদদাতা, খেজুরি : রাতের অন্ধকারে এক বৃহন্নলা ও দুই যুবককে মারধর করে টাকাপয়সা ছিনতাইয়ের অভিযোগে পুলিশের জালে বিজেপির উপপ্রধান। নাম তারাপদ মণ্ডল। খেজুরি ২ ব্লকের নিজকসবা গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান। স্থানীয় সূত্রে খবর, ঘটনাটি সোমবার রাতের। অভিযোগকারী কৃষ্ণেন্দু পাত্র, তাঁর বন্ধু সমরেশ সাউ ও তাঁদের সঙ্গে থাকা বছর ২৫-এর বৃহন্নলা একটি পারিবারিক লক্ষ্মীপুজোর অনুষ্ঠানে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে ফেরার পথে তালপাটিঘাট কোস্টাল থানার মিশ্র মোড়ের কাছে তারাপদ দলবল নিয়ে তাঁদের আটকায়। এরপর ওই বৃহন্নলার হাত ধরে টানাটানি করতে শুরু করেন তারাপদ। সমরেশ এবং কৃষ্ণেন্দু বাধা দিতে গেলেই শুরু হয় মারধর। গহনা এবং নগদ টাকা ছিনতাই করে নিয়ে পালায় তারাপদ ও তাঁর দলবল। পুলিশে জানালে খুনের হুমকি পর্যন্ত দেওয়া হয়। রাতেই কৃষ্ণেন্দু থানায় লিখিত অভিযোগ করেন। পুলিশ ভোররাতে অভিযুক্ত তারাপদকে গ্রেফতার করে। মঙ্গলবার তাঁকে কাঁথি মহকুমা আদালতে তোলা হলে তিন দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেয় আদালত। কাঁথি মহকুমা পুলিশ আধিকারিক দিবাকর দাস বলেন, মারধর ও ছিনতাইয়ের ঘটনায় ওই উপপ্রধানকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বাকিদের খোঁজ চলছে। তৃণমূল ব্লক সভাপতি সমুদ্ভব দাশ বলেন, বিজেপি এবং দুষ্কৃতী সমার্থক হয়ে গিয়েছে। অভিযুক্ত তারাপদ উপপ্রধান পদে বসার পর থেকে তাঁর দাপট আরও বেড়ে গিয়েছিল। কড়া শাস্তির দাবি জানাচ্ছি।

আদিবাসী মহিলা খুন

■ কুড়ুলের আঘাতে আদিবাসী মহিলাকে খুনের অভিযোগ উঠল প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে। প্রতিবেশীর বাড়ি থেকেই উদ্ধার মহিলার রক্তাক্ত দেহ। বীরভূমের মহম্মদবাজার থানার শালডাঙা গ্রামে। অভিযুক্তকে আটক করেছে পুলিশ। কী কারণে খুন, তা এখনও স্পষ্ট নয়। মৃতার নাম জসমিন বেশরা। অভিযুক্তের নাম সীতারাম হেমব্রম। সোমবার রাতে জসমিন সীতারামের বাড়িতে গিয়েছিলেন। সেখানে সীতারাম কুড়ুল দিয়ে মহিলার মাথায় আঘাত করে। রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়েন জসমিন।

বেঙ্গালুরুতে গুরুতর অগ্নিদগ্ধ মুর্শিদাবাদের ৭ পরিযায়ী শ্রমিক

সংবাদদাতা, জঙ্গিপুর : মুর্শিদাবাদ জেলা থেকে কর্ণাটকের বেঙ্গালুরুতে রাজমিস্ত্রির কাজ করতে গিয়ে অগ্নিদগ্ধ হলেন জেলার সাত পরিযায়ী শ্রমিক। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁরা সকলে বেঙ্গালুরু সিটি মার্কেটের কাছে একটি সরকারি হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, আহত পরিযায়ী শ্রমিকদের নাম মিনারুল শেখ (৩৫), জিয়াবুর শেখ (৩৫), হাসান মন্ডল (৪২), তাজিবুর শেখ (৩১), নুরজামাল শেখ (২০), শাফিজুল শেখ (৩৫) এবং জাহিদ আলি (৩২)।

জাহিদের বাড়ি মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়ার খিদিরপুর গ্রামে। বাকি ছজনের বহরমপুর থানার পাঁচ পীরতলা গ্রামে। হাসপাতালের এক চিকিৎসক জানিয়েছেন, আহত সাত পরিযায়ী শ্রমিকের অবস্থা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক। শরীরের প্রায় ৮০- ৯০ শতাংশ পুড়ে গিয়েছে।

প্রায় এক মাস আগে হাসান নামে এক ঠিকাদারের অধীনে কাজ করার জন্য মুর্শিদাবাদ থেকে বেশ কয়েকজন বেঙ্গালুরুর বিরডিতে গিয়েছিলেন। যেখানে বহুতল নির্মাণের কাজ চলছে তার পাশেই একটি ছোট ঘর তৈরি করে পরিযায়ী শ্রমিকেরা থাকতেন। সোমবার গভীর রাতে সেখানে কোনওভাবে আগুন লেগে যায়। সবাই গভীর ঘুমে থাকায় ঘর থেকে বেরোতে পারেননি। গুরুতর অগ্নিদগ্ধ হন। ঘরে থাকা সমস্ত জিনিসও পুড়ে গিয়েছে। সম্ভবত রান্নার সিলিন্ডার থেকে কোনওভাবে গ্যাস লিক করে আগুন লেগে যায়। ইতিমধ্যে হাসান মন্ডলের সঙ্গে পরিবারের সদস্যরা বেঙ্গালুরুর উদ্দেশে রওনা হয়েছেন।

বোলপুরে ৯৫টি সিসি ক্যামেরা

■ নতুন কন্ট্রোল রুমের উদ্বোধন করছেন মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিংহ।

সংবাদদাতা, বোলপুর : বোলপুর শহরের সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা দ্বিগুণভাবে সুরক্ষিত করতে বীরভূম জেলা পুলিশের উদ্যোগে ৯৫টি সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানো হল। বোলপুর থানার কন্ট্রোল মুখ থেকে শহরের সমস্ত কোণে মানুষের গতিবিধির ওপর নজর রাখবে পুলিশ। এই নতুন কন্ট্রোল রুমের উদ্বোধন করেন মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিংহ, পুলিশ সুপার শ্রী আমনদীপ। পাশাপাশি জেলা পুলিশের 'অপারেশন প্রাপ্তি' কর্মসূচির আওতায় হারিয়ে যাওয়া মোবাইল পুনরুদ্ধার করে ফেরত দিল একাধিক জনকে।

পুলিশ সুপার জানিয়েছেন, কেবলমাত্র মানুষকে সুরক্ষা দেওয়ার পাশাপাশি বোলপুর শহরে ট্রাফিক ব্যবস্থা নজরে থাকবে পুলিশের। অপরাধ দমনে এই সিসিটিভির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হবে। বোলপুর থেকে অপরাধ করে অপরাধীদের অনেক সময় পাশের জেলা বর্ধমান অথবা এদিকে দুর্গাপুর এবং ট্রেনে করে খুব সহজেই পালিয়ে যাওয়ার একটা প্রবণতা থাকে। এই বিপুল পরিমাণে সিসিটিভি লাগানোর ফলে অপরাধীদের সহজেই চিহ্নিত করা সম্ভব হবে। এর ফলে অপরাধীরা, অপরাধ করার আগে ভয় পাবে।

কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই হারানো ব্যাগ ফেরাল পুলিশ

সংবাদদাতা, মহিষাদল : জেলা পুলিশের বড়সড় সাফল্য। অভিযোগের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই মহিলার হারিয়ে যাওয়া গহনা, মোবাইল ও ব্যাগ ফিরিয়ে দিল পূর্ব মেদিনীপুর জেলার মহিষাদল থানার পুলিশ। পুলিশের তৎপরতায় হারানো জিনিস ফিরে পেয়ে খুব খুশি অভিযোগকারিণী। সোমবার লক্ষ্যার কালিকাকুণ্ডু গ্রামের সুমিত্রা পাত্র মহিষাদলের সিনেমা মোড় থেকে একটি টোটোয় দ্বারিবেড়িয়া যান। টোটো থেকে নামার কিছুক্ষণ পর তাঁর ব্যাগের কথা মনে পড়ে। তাতে ছিল সোনার গহনা, মোবাইল এবং কিছু গুরুত্বপূর্ণ নথি। ব্যাগ হারিয়ে মাথায় হাত পড়ে ওই মহিলার। সঙ্গে সঙ্গে হাজির হন মহিষাদল থানায়। অভিযোগ পেয়েই পুলিশ মোবাইল নম্বরের লোকেশন ট্র্যাক করে। যে টোটোয় মহিলা ব্যাগটি ফেলে যান তার চালকও ব্যাগটি ফিরিয়ে দিতে থানার দিকে আসছিলেন। পুলিশ চালকের সঙ্গে যোগাযোগ করে। চালক থানায় এসে ব্যাগ ফিরিয়ে দিয়ে যান। চালককেও বাহবা দিচ্ছেন সকলে।

উত্তরবঙ্গের পাশে টলিউড শিল্পীরা

প্রতিবেদন : উত্তরবঙ্গের পাশে দাঁড়ালেন টলিউডের শিল্পীরা। তহবিল গড়ে ত্রাণ সংগ্রহ করে দুর্গতদের হাতে তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তাঁরা। মঙ্গলবার জানালেন অভিনেতা প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়। এদিন 'দেবী চৌধুরাণী'র বিশেষ শোয়ের পর প্রসেনজিৎ একথা ঘোষণা করেন। তিনি জানান, শিল্পীরা মিলে একটি তহবিল গড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমরাও পাশে থাকতে চাই। এখন দ্রুত এই কাজ করতে হবে। মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে ২০ লক্ষ টাকা তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আজ বুধবার তা তুলে দেওয়া হবে। প্রসেনজিতের পাশে ছিলেন দেব, শ্রাবন্তী-সহ অভিনেতা-অভিনেত্রীরা।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

হাতির হানায় মৃত্যু। সোমবার রাতে, ঝাড়গ্রামের নয়াগ্রাম ব্লকের রামকৃষ্ণপুর বিটের পাঞ্চামি এলাকায়। নাম নয়ন দেউ। বাড়ি নয়াগ্রামের পাঞ্চামি এলাকায়। চাষের জমিতে গিয়েছিলেন, সেই সময় হাতির হানায় মৃত্যু হয়

মন্তেশ্বরে বিজয়া সম্মিলনীতে জনজোয়ার
জেলার সব আসনে জেতানোর আহ্বান

■ বর্ধমানের মন্তেশ্বরে বিজয়া সম্মিলনী অনুষ্ঠানে বিপুল জনসমাবেশে বক্তা তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ। আছেন রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ, দেবু টুডু প্রমুখ।

সংবাদদাতা, বর্ধমান : মন্তেশ্বর ব্লক তৃণমূলের বিজয়া সম্মিলনী হল কুসুমগ্রাম ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে। সভায় মূল বক্তা ছিলেন তৃণমূল রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ। তিনি বলেন, আগামী নির্বাচনে জেলা থেকে ধুয়ে-মুছে সাফ করে দিতে হবে সাম্প্রদায়িক বিজেপিকে। জেলার সব ক'টি আসনে জিতে চতুর্থবারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী হবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সিপিএম, কংগ্রেসের সমালোচনা করে তিনি বলেন, ওরা মুখে বিজেপির বিরুদ্ধে কথা বলে আর ভোটটা পদ্মফুলে দেয়। সিপিএম, আইএসএফ, কংগ্রেস ভোট নষ্ট করে। তাই ওদেরকে ভোট দেওয়া মানে ভোটটাই নষ্ট করা। ভিড়ে ঠাসা সভায় কুণালের মন্তব্য, সিপিএমকে শূন্য করেছি। বিজেপিকেও শূন্য করব। শপথ নিন, মন্তেশ্বর-সহ পূর্ব বর্ধমানের ১৬টি বিধানসভাতেই গতবারের তুলনায় বেশি মার্জিনে তৃণমূলকে জিতিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে চতুর্থবারের জন্য মা-মাটি-মানুষের সরকার গঠনের পথ সুগম করব। সভায় বক্তা ছিলেন জেলা তৃণমূল সভাপতি রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ, দেবু টুডু, রাসবিহারী হালদার, নীলা মুন্সি, সন্দীপ বসু প্রমুখ। সভার মূল উদ্যোক্তা আহমেদ হোসেন। এদিন কুণাল ডিভিসি-র 'বেহিসেবি ও বেপরোয়া' জল ছাড়ার সমালোচনার পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রীর সৌজন্যের দৃষ্টান্তও তুলে ধরেন। বলেন, নিগৃহীত বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মুকে হাসপাতালে দেখতে গিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। সৌজন্যের এরকম দৃষ্টান্ত বিরল। প্রশ্ন তোলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই রাজ্যে বারবার আক্রান্ত হয়েছেন। মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয়েছে। খুনের চেষ্টা হয়েছে। সিপিএমের কোনও নেতা দেখতে গিয়েছিলেন? ত্রিপুরায় যখন আমাদের নেতারা আক্রান্ত হলেন, কেউ দেখতে গিয়েছিলেন? আমরা বিজেপি, সিপিএমের কাছে সৌজন্য শিখব? যোগ করেন, বিজেপি নেতাদের মার খাওয়ার ঘটনা সমর্থন করি না। কিন্তু মানুষ কেন রেগে আছেন, সেটাও তো ভাবা দরকার!

একতার বার্তা দিয়ে মালদহে বিজয়া সম্মিলনী

সংবাদদাতা, মালদহ: দুর্গাপুজোর উৎসব শেষ হতেই বিজয়ার আবহে রঙে ও আনন্দে ভরে উঠল পুরাতন মালদহ। মঙ্গলবার মঙ্গলবাড়ি রাজীব গান্ধী পৌর মার্কেটের শুভেচ্ছা হলে অনুষ্ঠিত হল পুরাতন মালদহ শহর তৃণমূল কংগ্রেসের মহিলা শাখার বিজয়া সম্মিলনী। অনুষ্ঠানের মূল উদ্যোক্তা ছিলেন পুরাতন মালদহ শহর মহিলা তৃণমূলের সভানেত্রী অনুসূয়া দাস। তিনি পুরসভার ২০টি ওয়ার্ডের শতাধিক মহিলাকে একত্রিত করে এক প্রাণবন্ত মিলনমেলার আয়োজন করেন। অনুষ্ঠানের সূচনায় মহিলাদের হাতে সিঁদুর তুলে দিয়ে একে অপরের গালে ও কপালে সিঁদুর লেপে 'সিঁদুর খেলা'য় মেতে ওঠেন উপস্থিত মহিলারা।

বীরভূমে ২৭ সাংগঠনিক ব্লক ৬ পুরসভায় বিজয়া সম্মিলনী

সংবাদদাতা, বীরভূম : বোলপুরে তৃণমূল কংগ্রেস কার্যালয়ে কোর কমিটির বৈঠক থেকে মঙ্গলবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বীরভূমের ২৭টি সাংগঠনিক ব্লক এবং ছটি পুরসভা এলাকায় লাগাতার বিজয়া সম্মিলনী অনুষ্ঠান চলবে। ১১ তারিখ থেকে শুরু হবে এই বিজয়া সম্মিলনী। এদিন কোর কমিটির বৈঠকে ছিলেন সকল সদস্য। জেলা পরিষদের সভাধিপতি কাজল শেখ ব্যক্তিগত কাজ থাকায় থাকতে পারেননি। বৈঠকের শুরুতেই কোর কমিটির চেয়ারম্যান অনুব্রত মণ্ডলের নেতৃত্বে কোর কমিটির সদস্যরা উত্তরবঙ্গে প্রাকৃতিক দুর্যোগে প্রাণ-হারানো পরিবারগুলোর উদ্দেশে শোক পালন করেন। এরপরে বিজয় সম্মিলনী অনুষ্ঠান কীভাবে আয়োজন করা হবে, পাশাপাশি প্রত্যেকটি বিজয়া সম্মেলনের অনুষ্ঠানে কোর কমিটির সদস্যরা কে কোথায় অংশগ্রহণ করবেন, সেই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। রাজ্য তৃণমূল নেতারা কোন ব্লক বা কোন পুরসভায় অংশ নেবেন সেই তালিকা রাজ্য থেকে আসার অপেক্ষায় রয়েছে বীরভূম জেলা তৃণমূল কোর কমিটি। অনুব্রত বলেন, এই বিজয়া সম্মিলনী অনুষ্ঠান সফল করবেন ব্লক ও অঞ্চলের নেতারা। পাশাপাশি বিধায়কেরা নিজেদের এলাকার সমস্ত অনুষ্ঠানে যাওয়ার চেষ্টা করবেন। বীরভূম এবং বোলপুর দুটি লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ শতাব্দী রায় ও অসিত মালও নিজেদের সাতটি বিধানসভায় এলাকার সব ক'টি বিজয় সম্মিলনী অনুষ্ঠানে পৌঁছনোর চেষ্টা করবেন।

■ কোর কমিটির বৈঠকে অনুব্রত মণ্ডল, চন্দ্রনাথ সিংহ প্রমুখ।

যেহেতু বিধায়কদের বিধানসভা সাংসদদের লোকসভা রয়েছে সেক্ষেত্রে তারা দেখে নেবেন কবে কোথায় উপস্থিত হতে পারছেন। সবচেয়ে বড় বিষয় এই বিজয়া সম্মেলনী অনুষ্ঠানে এলাকার মানুষ একত্রিত হবেন। তাঁদের সঙ্গে আমরা সরাসরি কথা বলতে পারব। এই সময় মানুষ আসে তাদের এলাকার অনেক কিছু সমস্যা জানাতে। মিষ্টিমুখের পাশাপাশি তাঁদের সমস্যার কথা জেনে আমরা সেটা সমাধানের জন্য উদ্যোগ নিতে পারব। ঠিক যেমনভাবে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগে উত্তরবঙ্গের ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন। নিজে উপস্থিত থেকে মুখ্যমন্ত্রী দুর্গত মানুষদের আশ্বাস দিয়েছেন পাশে থাকার। আমরা মুখ্যমন্ত্রী অনুগত সৈনিক। তার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েই আমরা রাজনীতি করি এবং সকাল থেকে রাত অব্দি মানুষের পাশে থাকি।

ভগবানপুরে স্লুইস গেট পরিদর্শনে জেলাশাসক

■ স্লুইস গেট পরিদর্শনে জেলাশাসক পূর্ণেন্দু মাজি।

সংবাদদাতা, ভগবানপুর : কেলেঘাই নদীর জলস্তর বৃদ্ধি পেয়ে রাতেই জল ঢুকতে শুরু করে একাধিক গ্রামে। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় নদীবাঁধ মেরামতের কাজ শুরু করে পঞ্চায়েত ও সেচ দফতরের কর্মীরা। রাতে ভেঙে যাওয়া স্লুইস গেট নিয়ে এক প্রকার চিন্তিত হয়ে পড়েন স্থানীয় মানুষজন। মঙ্গলবার এলাকা পরিদর্শনে যান জেলাশাসক পূর্ণেন্দু মাজি। জেলাশাসককে কাছে পেয়ে স্থানীয় মানুষজনেরা স্থায়ী সমাধানের জন্য নতুন স্লুইস গেট তৈরির দাবি জানান। গত কয়েকদিন ধরেই কেলেঘাই নদীর জলস্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় এক প্রকার বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে পটাশপুর ও ভগবানপুরের বিভিন্ন এলাকা। জেলাশাসক বলেন, রাতেই খবর পেয়ে সেচ কর্মীরা ও স্থানীয় মানুষজন গেট মেরামতের কাজে হাত লাগান। বর্তমানে পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে। আমরা সকলের পাশে রয়েছি। এদিন জেলাশাসকের পাশাপাশি ছিলেন এগরার মহকুমাশাসক রঞ্জিতকুমার যাদব, বিডিও শান্ত চক্রবর্তী, অরূপসুন্দর পন্ডা, সৌরভকান্তি বেরা প্রমুখ।

নাবালিকা গণধর্ষণ দ্রুত গ্রেফতার দুই

সংবাদদাতা, জঙ্গিপুর : প্রেমিকের সঙ্গে লক্ষ্মীঠাকুর দেখার পর রেস্তোরাঁয় খাবার খেয়ে বাড়ি ফেরার সময় গণধর্ষণের শিকার হল অষ্টম শ্রেণির এক ছাত্রী। সোমবার রাতে মুর্শিদাবাদের সালার থানা এলাকায়। গণধর্ষণের ঘটনায় যুক্ত থাকার অভিযোগে ইতিমধ্যেই সালার থানার পুলিশ হুমায়ুন শেখ এবং আসলাম শেখ নামে দুই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে। বাকিদের সন্ধানে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ। সোমবার বিকেলে নির্যাতনের শিকার বছর পনেরোর নাবালিকা নিজের এক পুরুষ বন্ধুর সঙ্গে এলাকার কয়েকটি লক্ষ্মী ঠাকুর দেখার পর দক্ষিণখণ্ড এলাকায় একটি রেস্তোরাঁয় খেতে গিয়েছিল। রাত আটটা নাগাদ নাবালিকা একটি স্কুটিতে বাড়ি ফিরছিল। কুলরি এলাকায় একটি কালভার্টের কাছে পাঁচ যুবক হঠাৎ দুজনকে দাঁড় করায়। রাতের বেলায় কেন বেরিয়েছে, কোথায় গিয়েছিল ইত্যাদি প্রশ্ন করতে করতে বছর সতেরর পুরুষ বন্ধুকে মারধর করতে থাকে। সে দৌড়ে পালিয়ে যায়। সেই সুযোগে নাবালিকাকে এক নির্জন স্থানে জোর করে টেনে নিয়ে গিয়ে পাঁচ যুবক একে একে ধর্ষণ করে মাঠেই ফেলে রেখে পালায়। কোনওক্রমে বাড়ি ফিরে সে পরিবারকে জানায়। রাতেই সালার থানায় অভিযোগ দায়ের হয়।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে ইতিমধ্যেই কুলুরি গ্রামের বাসিন্দা হুমায়ুন শেখ এবং আসলাম শেখ নামে দুই যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বাকি আরও তিন অভিযুক্তের সন্ধানে বিভিন্ন এলাকায় তল্লাশি চালানো হচ্ছে।

আমার বাংলা
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
8 October, 2025 • Wednesday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in

বিজেপির বিভাজনের ফাঁদে পড়বেন না বিজয়া সম্মিলনীর মঞ্চে সতর্কতা মন্ত্রীর

সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ : বাংলার ঐতিহ্যকে রক্ষা করে চলেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবছর দুর্গোৎসব শেষে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে কার্নিভাল। কিন্তু লক্ষ্মীপুজোয় নিজের ঘরে থাকেননি মুখ্যমন্ত্রী। নিজে ছুটে গেছেন উত্তরবঙ্গে বন্যাদুর্গতদের কাছে। ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামগুলি নিজে গিয়ে পরিদর্শন করছেন। বার্তা দিয়েছেন পাশে থাকার। এভাবেই মানুষের পাশে দাঁড়ান বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। সেইখানে বিজেপি বাংলার সংস্কৃতিকে বিভাজন করতে চায়। সেই ফাঁদে পড়ার থেকে সাধারণ মানুষকে বাঁচতে হবে। মঙ্গলবার রায়গঞ্জ ব্লক ১ তৃণমূল কংগ্রেস আয়োজিত বিজয়া সম্মেলনীতে এমন ভাবেই কর্মী সমর্থকদের আগামী নির্বাচনের আগে সজাগ করলেন প্রধান বক্তা গোলাম রব্বানী। এদিন রায়গঞ্জ কর্ণজোড়া অডিটোরিয়ামে আয়োজিত এই

■ অনুষ্ঠানের মঞ্চে গোলাম রব্বানি, কানাইয়ালাল আগরওয়াল, বিধায়ক কৃষ্ণ কল্যাণী প্রমুখ

বিজয়া সম্মেলনীতে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী গোলাম রব্বানি, দলের জেলা সভাপতি কানাইয়ালাল আগরওয়াল, রায়গঞ্জের বিধায়ক কৃষ্ণ কল্যাণী, তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক ১ সভাপতি অনিমেষ দেবনাথ-সহ জেলা নেতৃত্বরা। এদিন প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। মঞ্চে উপবিষ্ট নেতৃত্বদের পাশাপাশি বিজয়া সম্মেলনীতে যোগ দিতে আসা প্রত্যেক কর্মী-সমর্থকদের বরণ করতে হাতে তুলে দেওয়া হয় হাজার জাগোবাংলা পুজো সংখ্যা। এদিন গোলাম রব্বানি আরও জানান, কন্যাশ্রী, রূপশ্রী, স্বাস্থ্যসাথী-সহ রাজ্যের প্রত্যেকটি প্রকল্প দেশের মধ্যে দৃষ্টান্তস্বরূপ। বিজেপি শাসিত রাজ্যে এমন সুযোগ-সুবিধা মানুষ পায় না। উল্লেখযোগ্য বিষয় আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান প্রকল্পে ২৩২টি বুথের জন্য ২৩ কোটি ২০ লক্ষ টাকা এসছে। গোটা রাজ্যেই কাজ হচ্ছে। কিন্তু কেন্দ্র যেভাবে সাধারণ মানুষের টাকা আটকে রাখছে তার জন্য অনেক উন্নয়ন কাজ আটকে যাচ্ছে। উলটে জল ছেড়ে দুর্যোগের দরজা খুলে দিচ্ছে কেন্দ্র। সাম্প্রদায়িক উসকানি দিয়ে এই জেলায় লোকসভা নির্বাচনে বাম কংগ্রেস ভোট কেটেছে যার জন্য বিজেপিকে উৎখাত করা যায়নি রায়গঞ্জে। অথচ আজ পর্যন্ত একটি খারাপ রাস্তাও ঠিক করেননি সাংসদ। এর আগেও বাম সাংসদের ক্ষেত্রেও শুধু মুখেই আশ্বাস পেয়েছেন সাধারণ মানুষ, কাজের কাজ হয়নি। অবশেষে রাজ্যের উদ্যোগে সেই রাস্তা করেছেন মন্ত্রী গোলাম রব্বানি।

■ জলপাইগুড়ির ক্রান্তি ব্লকের চাঁপাডাঙায় দুর্গত এলাকায় নৌকায় করে ত্রাণ নিয়ে পৌঁছলেন তৃণমূল ছাত্রপরিষদের রাজ্য সভাপতি তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য।

কারখানা উদ্বোধনে মুখ্যমন্ত্রী

(প্রথম পাতার পর)

হয়েছে প্রশাসন ও কারখানা কর্তৃপক্ষের তরফে। দলীয় মহলেও জোর তৎপরতা। গত শুক্রবার স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী তথা পশ্চিম মেদিনীপুরের একাধিক নেতাকে তাঁর খড়্গপুরে আসার সম্ভাবনার বিষয়টি জানিয়েছিলেন। তবে মঙ্গলবার দুপুরে বিষয়টি নিশ্চিত করা হয় প্রশাসনের তরফে। তারপরই মঙ্গলবার বিকেলে ৩টে নাগাদ অনুষ্ঠানস্থল পরিদর্শন করেন জেলাশাসক খুরশিদ আলি কাদরি, জেলা পুলিশ সুপার ধৃতিমান সরকার ও পুলিশ-প্রশাসনের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। খড়্গপুর-২ নং ব্লকে (পিংলা বিধানসভার অন্তর্গত), জাতীয় সড়কের পাশে প্রায় ৮৬ একর জমিতে আদিত্য বিড়লা সংস্থার এই কারখানা গড়ে উঠেছে। প্রায় হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছে বলে কারখানার দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকরা জানাচ্ছেন। তৃণমূলের পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার দুই সভাপতি সুজয় হাজরা ও অজিত মাইতি জানাচ্ছেন, মুখ্যমন্ত্রীর আসার সম্ভাবনা রয়েছে। এই বিষয়ে তাঁরাও আশাবাদী। সুজয় বলেন, গত শুক্রবার মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং এই ইঙ্গিত দিয়েছিলেন আমাকে। মেদিনীপুরকে তিনি ভালবাসেন বলেই বারবার আসতে চান।

ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে

■ আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের পাশে বিধায়ক। মঙ্গলবার মোশারফ হোসেনের উদ্যোগে পরিবারগুলির হাতে খাদ্যসামগ্রী, বস্ত্র-সহ আর্থিক সাহায্যও তুলে দেওয়া হয়। সোমবার রাতে ইটাহারের তিনটি বাড়ি আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মঙ্গলবার দুর্গতদের সঙ্গে দেখা করে তাঁদের হাতে প্রয়োজনীয় সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়।

আহত বিজেপি সাংসদকে দেখতে হাসপাতালে

(প্রথম পাতার পর)

বেরিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানান, খগেন মুর্মুর শারীরিক পরিস্থিতি স্থিতিশীল। আঘাত খুব গুরুতর নয়, কানের পিছনে আঘাত লেগেছে। ডায়াবেটিক হওয়ায় কিছু সমস্যা রয়েছে। বিজেপি সাংসদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করেন মুখ্যমন্ত্রী।

এদিন, মুখ্যমন্ত্রী সৌজন্য দেখিয়ে প্রমাণ করলেন দলমতনির্বিশেষে তিনি বাংলার অভিভাবক। নাগরাকাটায় সোমবার জনরোষের মুখে পড়েন উত্তর মালদহের বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু ও শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ। তাঁদের দেখতেই শিলিগুড়ির বেসরকারি হাসপাতালে যান মুখ্যমন্ত্রী। সাংসদের সঙ্গেও কথা বলেন, কথা বলেন পরিবারের সঙ্গেও। পরিবারের তরফ থেকে জানানো হয় খগেনের ডায়াবিটিস আছে। মুখ্যমন্ত্রী জানাতে চান, বিজেপি সাংসদ ঠিকমতো ওষুধ-খাবার খান কি না। চিকিৎসকদের সঙ্গেও কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বিজেপি সাংসদকে বলেন, তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠুন। উল্টোদিকে খগেন মুর্মু বলেন, মুখ্যমন্ত্রী আসায় তিনি খুশি।

এই সৌজন্যের পরই স্যোশাল মিডিয়ায় তৃণমূলের আইটি সেলের প্রধান দেবাংশু ভট্টাচার্য লেখেন, বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মুকে হাসপাতালে দেখতে গেলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যখন নন্দীগ্রামে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পা ভেঙে দেওয়া হয়েছিল, বিজেপির ছোট, বড়, মাঝারি নেতারা 'নাটক' বলে উপহাস করেছিলেন। সমস্ত অসম্মানের হিসেব স্নেহের মধ্য দিয়ে মিটিয়ে দিতে পারেন একমাত্র এই বাংলার মেয়েই। তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সহ-সভাপতি সুদীপ রাহা লেখেন, রাজনীতি যার যার, দিদি সবার! আহত সাংসদ খগেন মুর্মুকে দেখতে হাসপাতালে গেলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

অন্যদিকে, বিনা প্ররোচনায় আগরতলার তৃণমূল পার্টি অফিসে হামলা চালায় বিজেপি। এই ঘটনায় উত্তপ্ত এলাকা। প্রতিবাদে শামিল তৃণমূল নেতারা।

নজরদারিতে থাকছে প্রশাসন

(প্রথম পাতার পর)

আশ্বস্ত করা— মৃতদের পরিবারের হাতে চেক তুলে দেওয়া— ১৫ দিনের মধ্যে ব্রিজ তৈরির নির্দেশ— জল নামলে সার্ভের নির্দেশ। সব মিলিয়ে সোমবারের পর মঙ্গলবারও মুখ্যসচিব-ডিজি-সহ একাধিক দফতরের শীর্ষ আধিকারিকদের সঙ্গে নিয়ে তৎপরতার সঙ্গে এত বড় দুর্যোগ পরিস্থিতি সামাল দিচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কখনও ছুটে যাচ্ছেন ত্রাণ শিবিরে— কখনও খতিয়ে দেখছেন দুধিয়ার অবস্থা— কখনও উত্তাল নদীর অবস্থা দেখিয়ে বোঝাচ্ছেন কীভাবে সিকিম-ভুটানের জলে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তরাই-ডুয়ার্স। আবার কখনও চেনা মেজাজে গর্জে উঠছেন কেন্দ্রের বঞ্চনার বিরুদ্ধে। আবার পর-মুহূর্তেই চোয়াল শক্ত করে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হচ্ছেন পরিস্থিতি স্বাভাবিক করে তোলার। তারপরেই মা-হারা মেয়ের আর্তি শুনে আধিকারিকদের নির্দেশ দিচ্ছেন ব্যবস্থা নেওয়ার। আবার রাজধর্ম পালন করে হাসপাতালে ছুটে যাচ্ছেন আহত বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মুকে দেখতে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, যেদিন ঘটনা ঘটে অর্থাৎ ৪ অক্টোবর রাতে সেদিন আমাদের প্রশাসন সকলকে অ্যালার্ট করেছিল সন্ধে থেকেই। কিন্তু অনেকে নিজের বাড়ি ছেড়ে যেতে চান না। তাঁর সংযোজন, নাগরাকাটা একটা দৃষ্টান্ত। কারণ ওটা লো ল্যান্ড নয়। তবুও সেকেন্ডের মধ্যে গোটা এলাকাটাকে বিপর্যস্ত করে দিয়ে চলে গেছে। রাস্তা-বাড়ি-ব্রিজ— সব ধ্বংস হয়ে গেছে। এখানেই তো ৯টি দেহ উদ্ধার হয়েছে। ৪ তারিখ রাতে ঘটনা ঘটার পর ভোর পাঁচটায় তিনি মুখ্যসচিব-ডিজির সঙ্গে কথা বলি। তিনি জানান, গৌতম দেব জানিয়েছেন, ঐদিন সকাল ন'টার সময় গিয়ে দেখেছেন ফায়ার ব্রিগেড-ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট, লোকাল লিডার সকলে পৌঁছে গিয়েছে। একটা জিনিস মনে রাখতে হবে একটা বিপর্যয় ঘটে গেলে অন্তত পক্ষে ৪৮ ঘণ্টা সময় দিতে হয় উদ্ধার কাজ এবং অন্যান্য কাজের জন্য। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, সব কাজ একসঙ্গে করা সম্ভব নয়। তবে করে দেওয়া হবে। এই প্রসঙ্গেই তিনি বলেন, দেশের অন্যান্য জায়গায় এই ধরনের বিপর্যয়ে কী কাজ হয়েছে আর আমরা কী করেছি দেখে নিন। আর এখানে কেউ কেউ ৩০-৪০টা গাড়ির কনভয় নিয়ে চলে যাচ্ছে। এতে ক্ষতি হচ্ছে। আমি তিনটে গাড়ি নিয়ে গিয়েছি। আমাদের নেতা ও বাকিদের বলব, আপনারাও তিনটে গাড়ির বেশি কেউ নিয়ে যাবেন না। এতে মানুষ বিরক্ত হয়। তাঁদের সব হারিয়ে গিয়েছে। তাঁরা অসহায়। তাঁদের কথা শান্ত হয়ে শুনতে হয়।

দুর্গারূপী কুম্ভরানির আরাধনায় মাতল করণদিঘি

অপরাজিতা জোয়ারদা ● রায়গঞ্জ

শেষ হয়েছে শারদ উৎসব। মন ভারাক্রান্ত সকলের। আবার একবছরের অপেক্ষা। কিন্তু উত্তর দিনাজপুর জেলার করণদিঘি ব্লকের সিঙ্গারদহ গ্রামে মঙ্গবার ছিল সপ্তমী। হাতে পুজোর ডালা নিয়ে দুর্গা মা-এর আরাধনায় এসেছেন দূর-দূরান্তের বহু মানুষ। প্রতি বছর দুর্গাপূজার ঠিক আট দিন পর শুরু হয় দেবী দুর্গার আরাধনা। সোনামতি কুম্ভরানি নামে পরিচিত এই দুর্গা। এই বিশেষ পুজোটি স্থানীয়দের কাছে দুর্গা পুজোর মতই আনন্দের। স্থানীয়দের মতে রাজা অশোকের আমল থেকে শুরু হয় এই পুজো। শতাব্দী প্রাচীন

এই পুজো ঘিরে বসেছে সুবিশাল মেলা। সিঙ্গারদহ গ্রামের সোনামতি কুম্ভরানি দুর্গা পুজা প্রচলনের পিছনে রয়েছে এক লোককথা। পুজোর প্রধান পুরোহিত জানান, প্রায় কয়েক শতক ধরে তাদের পরিবার এই সোনামতি কুম্ভরানির দুর্গাপূজা করে আসছেন। একসময় এই গ্রামের সোনামতি নামের এক গৃহবধূর দেবী দুর্গার প্রতি অগাধ ভক্তি ছিলো। দুর্গাপূজার দশমীতে সিঙ্গারদহ গ্রামের অন্য বধূদের সঙ্গে মেলায় ঘুরতে যাওয়ার জন্য সাজছিলেন সোনামোতি। তার শ্বশুর কিছুটা বিরক্ত হয়েই এত দেরি হচ্ছে দেখে তাঁর সাথীদের বলেন সোনামতি দুর্গাই সাজছে, সেজন্যই এত দেরী হচ্ছে। এরপর তাঁকে ডাকতে গিয়ে বাকিরা ঘরে ঢুকে দেখেন, সোনামতির জায়গায় সত্যিই স্বয়ং দেবী দুর্গা দাঁড়িয়ে আছেন। সেই থেকে সিঙ্গারদহ গ্রামের মানুষের বিশ্বাস, দেবী দুর্গা নিজেই সোনামতির রূপে আবির্ভূত হন। সেই অলৌকিক ঘটনাকে স্মরণ করেই দেবী দুর্গা এখানে সোনামতি কুম্ভরানি রূপে পূজিতা হন।

লজেন্সের লোভ দেখিয়ে যোগীরাজ্যে ধর্ষণ করা হল পাঁচ বছরের এক শিশুকন্যাকে। অভিযুক্ত পর্নআসক্ত এক কিশোর। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে প্রয়াগরাজে

আগরতলায় বিজেপির গুন্ডাদের হামলার নমুনা

৬ জনের প্রতিনিধি দল যাচ্ছে ঘটনাস্থলে

আগরতলা : মঙ্গলবার মোদি-শাহর দলের এক বেপরোয়া তাণ্ডবের সাক্ষী হল গেরুয়া ত্রিপুরা। আগরতলার বনমালীপুরে তৃণমূলের রাজ্য সদর দফতরে হামলা চালাল বিজেপির সশস্ত্র দুষ্কৃতীরা। তৃণমূলের রাজ্য যুব সভাপতি শান্তনু সাহা জানালেন, বিজেপি বিধায়ক এবং যুবমোর্চার সভাপতি সুশান্ত দেবের নেতৃত্বেই এই হামলা হয়। ঘটনাস্থলে দাঁড়িয়ে থেকে হামলাকারীদের উসকানি দিয়েছেন বিজেপির জেলা সভাপতি অসীম ভট্টাচার্য এবং শহরের ডেপুটি মেয়র। আগরতলার বনমালীপুরে চিত্তরঞ্জন রোডে তৃণমূলের সদর দফতরে হামলার ঘটনাটি ঘটে মঙ্গলবার বিকেল সাড়ে ৫টা নাগাদ। রামঠাকুর সংঘের কাছে ওই সময়ে এক জমায়েতের ডাক দিয়েছিল বিজেপি। সেখান থেকে আচমকাই প্রায় ২০০ সশস্ত্র দুষ্কৃতী হানা দেয় তৃণমূল অফিসে। লাঠিসোঁটা নিয়ে ঢুকে পড়ে ভেতরে। চালায় ব্যাপক ভাঙচুর। সামনে দাঁড়িয়ে থাকা পুলিশকর্মীদের ভূমিকা ছিল নীরব দর্শকের। হামলাকারীদের বাধা দেওয়ার বিন্দুমাত্র চেষ্টা করেনি পুলিশ। প্রায় ২০ মিনিট ধরে চলে তাণ্ডব। হামলাকারীদের গ্রেফতারের জন্য কোনও তৎপরতাই দেখায়নি তারা। গেরুয়া বাহিনীর তাণ্ডব এবং পুলিশের নিষ্ক্রিয় ভূমিকায় ক্ষোভে ফেটে পড়েন যুব তৃণমূলের রাজ্য সভাপতি শান্তনু সাহা। তিনি বলেন, শুধুমাত্র গুন্ডামি করে এভাবে আটকানো যাবে না তৃণমূলকে। জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেনাপতিত্বে তৃণমূল কংগ্রেস ত্রিপুরার মানুষের জন্য কাজ করে যাবে। তাঁর অভিযোগ, বিজেপি টার্গেট করেছে আমাকে। পুলিশ পাহারা বসানো হয়েছে শান্তনুর বাড়িতে।

আজ বুধবার ত্রিপুরা যাচ্ছেন তৃণমূলের ছ'জনের এক প্রতিনিধি দল। প্রতিনিধিদলে থাকছেন বাংলার মন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা, প্রাক্তন সাংসদ কুণাল ঘোষ, লোকসভার দুই সাংসদ প্রতিমা মণ্ডল ও সায়নী ঘোষ, রাজ্যসভার সাংসদ সুস্মিতা দেব এবং ছাত্রনেতা সুদীপ রাহা।

অফিস ভাঙচুর বিজেপির দুষ্কৃতীদের

(প্রথম পাতার পর)

ত্রিপুরা পুলিশের সামনেই এই ন্যক্কারজনক হামলার ঘটনা ঘটেছে। এই ঘটনায় ত্রিপুরার আইন-শৃঙ্খলা যে একেবারেই নেই, তা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। একইসঙ্গে প্রকাশ পেয়েছে প্রতিহিংসামূলক আচরণও। অভিষেকের সংযোজন, এটা কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। এই ঘটনা বারবার ঘটেছে। ২০২১-এ আমার কনভয় ভাঙচুর করে বিজে আশ্রিত গুন্ডারা। এরা গণতন্ত্রকে ধ্বংস করেছে। তাদের আচরণে প্রমাণিত হয়েছে এই ধরনের হিংসাত্মক ঘটনাই সেখানে স্বাভাবিক।

এর প্রতিবাদে আমাদের ৫ সদস্যের প্রতিনিধি দল ত্রিপুরা যাচ্ছে। (সুস্মিতা দেব যাবেন অসম থেকে)। তাঁরা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখবেন। আমাদের কর্মীদের পাশে দাঁড়াবেন। ত্রিপুরা রাজ্য প্রশাসনের কাছে গোটা বিষয়টি তুলে ধরবেন। এই ধরনের হিংসাত্মক ঘটনা ঘটিয়ে ভয় দেখিয়ে আমাদের দমিয়ে রাখা যাবে না। গণতন্ত্র, আইন এবং মানুষের আশীর্বাদ সবসময়েই বিজেপির হিংসাত্মক রাজনীতিকে পিছনে ফেলে দেব।

কোন মুখে বড় বড় কথা বলেন মোদি?

গেরুয়া ওড়িশাতেই গুলিতে নৃশংসভাবে খুন হলেন বিজেপির আইনজীবী নেতা

ব্রহ্মপুর(ওড়িশা): শাসন ক্ষমতায় বিজেপি। অথচ এমনই অপদার্থ প্রশাসন যে রক্ষা করতে পারল না দলের প্রবীণ নেতারই জীবন। সোমবার রাতে ওড়িশার গঞ্জামের ব্রহ্মপুর শহরে নৃশংসভাবে খুন হলেন বিজেপি নেতা আইনজীবী পীতবাস পণ্ডা। বাড়ির খুব কাছেই তাঁকে গুলি করে মোটরবাইকে আসা ২ দুষ্কৃতী। রক্তাক্ত অবস্থাতেই আত্মরক্ষায় ছুটতে শুরু করেন তিনি। একটু গিয়েই রাস্তায় লুটিয়ে পড়েন তিনি। শহরের এমকেসিজি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা মৃত ঘোষণা করেন ওড়িশা বার কাউন্সিলরের সদস্য পীতবাস পণ্ডাকে। এই ঘটনায় বিজেপিকে তীব্র কটাক্ষ করেছে তৃণমূল। প্রশ্ন তুলেছে, নীরব কেন মোদি-শাহ-নাড্ডা? স্থানীয় সূত্রের খবর, চেম্বার থেকে স্কুটিতে চেপে বাড়ি ফিরছিলেন তিনি। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা, গ্রেফতার করা তো দূরের কথা এখনও আততায়ীদের চিহ্নিত পর্যন্ত করতে পারেনি গেরুয়া পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, কুমার পূর্ণিমা উপলক্ষে সোমবার রাতে রীতিমতো গমগমে ছিল ব্রহ্মপুর শহর। রাত ১০টা নাগাদ বৈদ্যনাথ থানা এলাকায় ঘটনাটি ঘটে। পণ্ডাকে সরাসরি বুকে দুবার গুলি করে আততায়ীরা।

তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ এক্স হ্যান্ডেলে তুলে ধরেছেন এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের কথা। লিখেছেন, বিজেপি শাসিত ওড়িশায় বিজেপি নেতা খুন। প্রধানমন্ত্রীর পোস্টের অপেক্ষায় রয়েছি। মঙ্গলবার সাংবাদিক সম্মেলনে তাঁর কটাক্ষ, কোন মুখে আইনশৃঙ্খলা নিয়ে বড়বড় কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী? অশান্ত মণিপুরে তিনি গিয়েছেন ৯৬৪ দিন পরে। ওড়িশায় ডবল ইঞ্জিন সরকারের শাসন, অথচ নৃশংসভাবে খুন হলেন প্রবীণ বিজেপি নেতা। কী বলবেন এবার? সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছে, যেখানেই বিজেপি সেখানেই হিংসা।

এখনও অধরা ধর্ষণকাণ্ডে অভিযুক্ত ডাক্তারি পড়ুয়া

আরজি করের সেই বিপ্লবীরা আজ কোথায়?

নয়াদিল্লি : হোটেলে ডেকে ডাক্তারি ছাত্রীকে মদ খাইয়ে বেহুঁশ করে দিয়ে ধর্ষণের ঘটনায় এখনও পর্যন্ত গ্রেফতার করা হয়নি অভিযুক্ত ডাক্তারির ছাত্রকে। পুলিশ এখনও পর্যন্ত তার হদিশ করতে পেরেছে কিনা সে বিষয়েও সুস্পষ্টভাবে কিছুই জানা যায়নি। তবে ৯ সেপ্টেম্বর দিল্লিতে এই ন্যক্কারজনক ঘটনার বিরুদ্ধে ঝড় উঠেছে নিন্দা এবং ধিক্কারের। প্রশ্ন উঠেছে, কলকাতার আরজি করের ঘটনার প্রতিবাদে যে চিকিৎসকরা রাস্তায় নেমেছিলেন সেই বিপ্লবীরা আজ কোথায়? কোথায় হারিয়ে গেল সেই প্রতিবাদের ভাষা? কেন আশ্চর্যজনকভাবে নীরব তাঁরা? এক ১৮ বছরের ডাক্তারি পড়ুয়াকে এভাবে ধর্ষণ করল ২০ বছরের এক ডাক্তারি পড়ুয়াই, অথচ সব জেনেও চুপ করে বসে রইলেন তাঁরা। উত্তর দিল্লির এক হোটেলে সেই রাতে নির্যাতিতাকে পার্টির নাম করে ডেকে এনে জোর করে মদ্যপান করায় তাঁরই এক বন্ধু। তারপরে বেহুঁশ করে ধর্ষণ করা হয় তাঁকে। এখানেই শেষ নয়, পুরো ঘটনার ভিডিও করে তা ফাঁস করে দেওয়ার হুমকিও দেয় অভিযুক্ত। এই ব্ল্যাকমেলে ভয় পেয়ে গিয়ে প্রথমদিকে নির্যাতিতা পুলিশের কাছে অভিযোগ না জানালেও বৃহস্পতিবার বাবা-মাকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে থানায় এফআইআর দায়ের করেন ওই তরুণী। জানা গিয়েছে, নির্যাতিতা এবং অভিযুক্ত দু'জনেরই বাড়ি হরিয়ানার ঝিন্দে। সেই সূত্রেই দীর্ঘদিনের বন্ধুত্ব দু'জনের। তাই বিশ্বাস করে বন্ধুর ডাকে সাড়া দিয়ে হোটেলে গিয়েছিলেন তরুণী ডাক্তারি পড়ুয়া।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

দেশ বিদেশ

মাত্র একমাস আগেই ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন সেবাস্তিয়ান লেকর্নু। প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁর ঘনিষ্ঠ নেতাকে নতুন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে বেছে নেওয়ার বিরুদ্ধে তীব্র গণ-আন্দোলন শুরু হয়েছিল ফ্রান্সে। এই পরিস্থিতিতে শেষমেশ পদত্যাগ করলেন সেবাস্তিয়ান

ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়লে আপিল করা যাবে

নয়াদিল্লি : সুপ্রিম কোর্ট মঙ্গলবার জানিয়েছে, বিহারে বিশেষ নিবিড় সংশোধনীর অংশ হিসাবে প্রস্তুত ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়া প্রত্যেকের সেই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল করার অধিকার রয়েছে। বিচারপতি সূর্যকান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ এই মন্তব্যের পাশাপাশি একথাও বলেছে, যদি আদালতকে অন্ধকারে রাখা হয় যে কাদের নাম তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে এবং তাদের কাছে আদেশের কপি পৌঁছায়নি, তাহলে আদালত কোনও সমাধান তৈরি করতে পারবে না। আদালত মন্তব্য করেছে, যদি কেউ আমাদের একটি তালিকা দিতে পারেন যে এই ৩.৬৬ লক্ষ ভোটারের মধ্যে কারা কারা আছেন যাদের আদেশগুলি জানানো হয়নি, তাহলে আমরা তা নির্বাচন কমিশনকে জানাতে নির্দেশ দেব। প্রতিটি ব্যক্তির

৩.৬৬ লক্ষ ভোটারের তথ্য চেয়ে কমিশনকে নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট

নাম বাদের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল করার অধিকার রয়েছে।

শীর্ষ আদালত আবেদনকারীদের এই যুক্তিও শুনেছে যে প্রাথমিক খসড়া তালিকা থেকে প্রায় ৬৫ লাখ ভোটারের নাম বাদ দেওয়ার পর চূড়ান্ত তালিকায় ২১ লাখ ভোটার যুক্ত করা হয়েছে। তবে এই যুক্ত হওয়া নামগুলি প্রথমে বাদ পড়া নামগুলির একাংশ, নাকি এগুলি সম্পূর্ণ নতুন নাম, তা স্পষ্ট নয়। আদালত জানতে চায়, ৬৫ লক্ষ নাম বাদ দেওয়া হয়েছিল যা আপনারা (নির্বাচন কমিশন) প্রকাশ করেছেন। আমরা বলেছিলাম যদি আপনারা কাউকে বাদ দেন, তবে তাদের ডেটা জেলা নির্বাচনী অফিসগুলিতে রাখতে হবে। এখন আপনারা খসড়া থেকে চূড়ান্ত তালিকা পেয়েছেন। চূড়ান্ত তালিকা সংখ্যাগতভাবে কিছুটা বেড়েছে। তারপর এখনও একটি বিভ্রান্তি আছে। এই অতিরিক্ত নামগুলির পরিচয় কী? এগুলি কি বাদ পড়া নামগুলির সংযোজন নাকি স্বতন্ত্র নতুন নামের তালিকা? নির্বাচন কমিশনের আইনজীবী জানান, এদের বেশিরভাগই নতুন ভোটার। বেঞ্চ নির্বাচন কমিশনকে এই সংক্রান্ত তথ্য আদালতে জমা দিতে বলেছে। বিচারপতি বাগচী বলেন, আপনাদের কাছে খসড়া তালিকা আছে, চূড়ান্ত তালিকাও আছে। বাদ পড়ার বিষয়টি স্পষ্ট। সুতরাং স্পষ্ট ব্যাখ্যা সহ সেটা বের করে আমাদের সামনে রাখুন।

পদার্থবিদ্যায় নোবেল পাচ্ছেন তিন বিজ্ঞানী

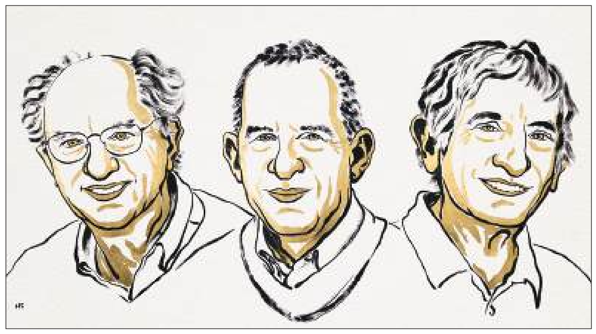

স্টকহোম : ২০২৫ সালে পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার পেতে চলেছেন তিন বিজ্ঞানী। মাইক্রোস্কোপিক কোয়ান্টাম মেকানিক্যাল টানেলিংয়ে বিশেষ অবদানের জন্য এই সম্মান পাচ্ছেন ব্রিটেনের জন ক্লার্ক, ফ্রান্সের মাইকেল এইচ ডিভোরেট এবং আমেরিকার জন এম মার্টিনিস। তিনজনই আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা করেছেন।

সুইডেনের নোবেল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, বৈদ্যুতিক সার্কিটে 'ম্যাক্রোস্কোপিক কোয়ান্টাম মেকানিক্যাল টানেলিং' এবং শক্তির পরিমাণ নির্ধারণের আবিষ্কারের জন্য তিন বিজ্ঞানীকে এবারের পদার্থবিদ্যায় নোবেলের জন্য মনোনীত করা হয়েছে। নোবেল কমিটির বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, এই বছরের পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার কোয়ান্টাম ক্রিপ্টোগ্রাফি, কোয়ান্টাম কম্পিউটার এবং কোয়ান্টাম সেন্সর-সহ পরবর্তী প্রজন্মের কোয়ান্টাম প্রযুক্তি বিকাশের অনন্য সুযোগ করে দিয়েছে। পুরস্কারজয়ী তিন বিজ্ঞানী ১১ মিলিয়ন সুইডিস ক্রাউন অর্থাৎ ১.২ মিলিয়ান ডলার পুরস্কারমূল্য পাবেন।

রাষ্ট্রসংঘে পাকিস্তানের পর্দাফাঁস ভারতের

নয়াদিল্লি : মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি সেনার বর্বরতার ঘটনা মনে করিয়ে রাষ্ট্রসংঘে পাকিস্তানকে চড়া সুরে তুলোধনা করল ভারত। ওই সময়ে প্রায় চার লক্ষ মহিলাকে ধর্ষণ ও গণহত্যার জন্য পাকিস্তানি সেনাকে অনুমোদন দেওয়া হয়েছিল বলে ইসলামাবাদকে ইতিহাস মনে করাল নয়াদিল্লি। রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে নারীসুরক্ষা নিয়ে এক আলোচনায় পাকিস্তানকে এভাবেই তীব্র কটাক্ষে বিঁধে পাকিস্তানের দ্বিচারিতার মুখোশ খুললেন ভারতের প্রতিনিধি।

পাকিস্তানের নারী অধিকার ও নারী সুরক্ষার রেকর্ড যে কী ভয়াবহ, রাষ্ট্রসংঘে তা তুলে ধরেছে ভারত। ১৯৭১ সালের গণহত্যা ও গণধর্ষণের প্রসঙ্গ তুলে শাহবাজ সরকারকে নিজেদের

ইতিহাস মনে করিয়েছে নয়াদিল্লি। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় 'অপারেশন সার্চলাইট'-এর নামে ৪ লক্ষ নারীর উপর সংঘটিত গণহত্যার বিষয়টি তুলে ধরে পাকিস্তানকে তীব্রভাবে আক্রমণ করেন ভারতীয় প্রতিনিধি পি হরিশ। রাষ্ট্রসংঘে ইসলামাবাদ যখন কাশ্মীরি মহিলাদের 'দুর্দশা' তুলে ধরার চেষ্টা করছিল, ঠিক সেই সময়ই এই জবাব দেওয়া হয়। রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে নারী ও নিরাপত্তা বিষয়ক বিতর্কের সময় ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি পারভাতনেনি হরিশ জম্মু ও কাশ্মীর নিয়ে পাকিস্তানের বিভ্রান্তিকর আক্রমণের কড়া সমালোচনা করেন। বলেন, শান্তিরক্ষা ও নারীসুরক্ষার ক্ষেত্রে ভারতের অগ্রণী রেকর্ড অক্ষত। পাকিস্তানের এ নিয়ে কোনও কথা বলা সাজে না। হরিশ বলেন, যে দেশ তার নিজেদের নাগরিকদের উপর বোমা ফেলে, সুপরিকল্পিত গণহত্যা-ধর্ষণ চালায়, তারা আন্তর্জাতিক মঞ্চে কেবল ভুল পথে চালিত করার জন্য নানা অতিরঞ্জিত বক্তব্য পেশ করে বিশ্বের দৃষ্টি সরানোর চেষ্টা করে।

ফের রক্ষা পেল এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান
পাখির ধাক্কা, জরুরি অবতরণ

নয়াদিল্লি : ফের রক্ষা পেল যাত্রীবোঝাই এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান। কলম্বো থেকে চেন্নাইগামী এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানে পাখির ধাক্কা লাগে। তবে বিমানটিকে নিরাপদেই অবতরণ করান পাইলট। চেন্নাই থেকে আবার কলম্বো ফেরার কথা ছিল বিমানটির। কিন্তু এই ঘটনার জেরে রিটার্ন জার্নি বাতিল করা হয় বলে এয়ার ইন্ডিয়ার তরফে জানানো হয়েছে।

চেন্নাই বিমানবন্দরে অবতরণের পর পাখির ধাক্কার বিষয়টি জানা যায়। তবে এর ফলে বিমানের কতটা ক্ষতি হয়েছে, তা স্পষ্ট নয়। জানা গিয়েছে, ওই বিমানে ১৫৮ জন যাত্রী ছিলেন। তবে পাইলটের তৎপরতায় বড় দুর্ঘটনা এড়ানো গিয়েছে। যাত্রীদের নিরাপদেই বিমানবন্দরে নামানো হয়।

মুক্তি আইনজীবীকে

প্রতিবেদন : সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি বিআর গাভাইকে জুতো ছুঁড়ে মারায় অভিযুক্ত আইনজীবী রাকেশ কিশোরকে মুক্তি দিল দিল্লির পুলিশ। ঘণ্টা তিনেক জেরা করার পর ছেড়ে দেওয়া হয় তাঁকে। শীর্ষ আদলতের পক্ষ থেকে রাকেশের বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ দায়ের না করায় এই সিদ্ধান্ত বলে জানা গেছে।

দলিতকে পিটিয়ে খুন

রায়বেরিলি: দলিত যুবককে ড্রোন চুরির সন্দেহে পিটিয়ে মেরে ফেলা হল যোগীরাজ্যে। দাঁড়িয়ে দেখল পুলিশ। এত বড় ঘটনার পরও দায় এড়ানোর চেষ্টা যোগীরাজ্যের পুলিশের। এক পুলিশ আধিকারিক ও দুই কনস্টেবলকে সাসপেন্ড করে দায় সারল উত্তরপ্রদেশ পুলিশ।

তৃণমূলের ৫ দফা দাবি পেশ সাগরিকার

নয়াদিল্লি: তৃণমূল কংগ্রেস সহ বিরোধী শিবিরের কণ্ঠরোধ করা যাবে না সংসদের উচ্চকক্ষের অধিবেশনে। রাজ্যসভার নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান তথা উপরাষ্ট্রপতি সি পি রাধাকৃষ্ণনের সঙ্গে প্রথমবার বৈঠকে বসেই তোপ দাগলেন তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভার ডেপুটি লিডার সাগরিকা ঘোষ। মঙ্গলবার দিল্লিতে আয়োজিত এই বৈঠকে সাগরিকা স্পষ্ট করে দিয়েছেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দলের সংসদীয় প্রতিনিধি হিসেবে কোনও প্রকার অসংসদীয় কার্যাবলী তাঁরা মেনে নেবেন না। সুষ্ঠু, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সংসদীয় অধিবেশন পরিচালনা করতে হলে সরকারের স্বৈরাচারী মনোভাবেরও অবসান ঘটাতে হবে, চেয়ারম্যানের সামনেই দাবি জানান সাগরিকা ঘোষ।

তাৎপর্যপূর্ণ হল, এদিনের বৈঠকে তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভার সাংসদ তথা উপ দলনেতা সাগরিকা ঘোষ পাঁচ দফা দাবি জানিয়েছেন। মোদি সরকারের কার্যকালে কী ভাবে গণতন্ত্রকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে সংসদীয় পরম্পরা নষ্ট করা হচ্ছে এদিন রাজ্যসভার চেয়ারম্যান সি পি রাধাকৃষ্ণনের সামনে তা হাতে কলমে বুঝিয়ে দিয়েছেন সাগরিকা ঘোষ। তৃণমূলের বক্তব্য, বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিল নিয়ে তাড়াহুড়ো করে হাউসে পাশ করাতে চায় সরকার, এটা সঠিক পদ্ধতি নয়। এতে বিরোধী নেতাদের বিল সম্পর্কে ধারণা তৈরি করতে অসুবিধা হয়। সরকার বিল সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতে পর্যালোচনা না করে পাশ করিয়ে নিচ্ছে। বর্তমান সরকার ১০টি বিলের মধ্যে মাত্র ২টি বিলের পাঠানো হয় বিশ্লেষণের জন্য। সাম্প্রতিককালে বিরোধীরা ২৬৭ নোটিশে সব কাজ থামিয়ে জরুরি ভিত্তিতে আলোচনার দাবি জানালেও তা গ্রাহ্য হয়নি। এছাড়াও বিরোধীদে স্বল্প সময়ের (শর্ট ডিউরেশন) নোটিশ গ্রহণ করেনি সরকার, স্পষ্ট জানিয়েছেন সাগরিকা। নোটিশের ভিত্তিতে রাজ্যসভায় আলোচনার দাবি জানালে বিরোধীদের রাজ্যসভা টিভি থেকে সেন্সর করে দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে সরকারের নিরপেক্ষ ভূমিকাই কাম্য। শুধু ট্রেজারি বেঞ্চ হাইলাইট না করে বিরোধীদের প্রতিবাদ সম্প্রচার করা প্রয়োজন।

সুপ্রিম নির্দেশ, বিজেপি নেতা টেনি ও ছেলের বিরুদ্ধে এফআইআর

প্রতিবেদন : লখিমপুর খেরি পুলিশের পক্ষ থেকে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী ও ভারতীয় জনতা পার্টির নেতা অজয় মিশ্র টেনি, তাঁর পুত্র আশিস মিশ্র এবং আরও দুই জনের বিরুদ্ধে একটি এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। ২০২১ সালে কৃষক আন্দোলনের সময় আটজন নিহত হওয়ার ঘটনায় সাক্ষীকে হুমকি দেওয়ার অভিযোগে এই মামলা রুজু করা হয়েছে। ২০২১ সালের ৩ অক্টোবর, লখিমপুর খেরির টিকুনিয়া এলাকায় টেনির ছেলের কনভয় তিনজন কৃষক ও একজন সাংবাদিককে পিষে দেয়। নিহত কৃষকরা সেদিন কেন্দ্রের কৃষি আইন বিরোধী আন্দোলন থেকে ফিরছিলেন। এই ঘটনার পর দেশে ব্যাপক কৃষক আন্দোলন গড়ে ওঠে এবং দীর্ঘ আন্দোলনের ফলে সরকার ওই তিনটি বিতর্কিত কৃষি আইন প্রত্যাহার করে। এই মামলায় সর্বশেষ এফআইআর দায়ের করা হয় সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পর। চলতি বছরের আগস্টে শীর্ষ আদালত উত্তরপ্রদেশ পুলিশকে প্রশ্ন করেছিল, কেন তারা বালজিন্দর সিং নামে এক সাক্ষীর অভিযোগে দেরিতে পদক্ষেপ নিচ্ছে। অভিযোগ ছিল, বালজিন্দর সিং থানায় গিয়ে অভিযোগ করতে অনিচ্ছুক বলেই পুলিশ পদক্ষেপ নিচ্ছে না। এরপর সুপ্রিম কোর্টের ভর্ৎসনার পর ৪ অক্টোবর পদুয়া থানায় বালজিন্দর সিং এর আবেদনের ভিত্তিতে এফআইআর করা হয়। নাম রয়েছে অজয় মিশ্র টেনি, আশিস মিশ্র, আমানদীপ সিং এবং এক অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির।

আদা এবং হলুদ— এই দুটি মশলাতেই প্রাকৃতিক প্রদাহ-বিরোধী উপাদান রয়েছে, যা বাতের ব্যথা কমাতে সাহায্য করে। স্যামন ও টুনা মাছের মতো ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিডযুক্ত মাছ, আখরোট এবং বাদাম প্রদাহ কমাতে সাহায্য করে

বাতের ব্যথায়

বাতের ব্যথার এখন আর কোনও বয়স-সীমা নেই। যে-কোনও বয়সের মানুষ এই সমস্যা নিয়ে অতিষ্ঠ। এমন এক বিরক্তিকর রোগ না কমে, না নির্মূল হয়। সামনেই ওয়ার্ল্ড আর্থ্রাইটিস ডে বা 'বিশ্ব বাত দিবস'। রিউম্যাটিক অ্যান্ড মাস্কুলোস্কেলিটাল ডিজিজ সম্পর্কে বিশ্ব জুড়ে সচেতনতা বাড়াতে এই দিনটি পালিত হয়। লিখছেন **শর্মিষ্ঠা ঘোষ চক্রবর্তী**

সদ্য দুর্গাপুজো শেষ হল। এই ক'দিন দিন-জেগে, রাত-জেগে হেঁটে ঠাকুর দেখতে গিয়ে পায়ের পুরনো ব্যথাটা চাগাড় দিয়ে উঠেছে অনেকেরই। আট থেকে আশি না হলেও পঁচিশ, তিরিশ বছর বয়স থেকেই ইদানীং বাতের ব্যথায় ভুগছেন নারী-পুরুষ নির্বিশেষে। এই ব্যথার না আছে স্বস্তি না আছে কোনও সমাধান। কোমরে ব্যথা বা পিঠ ব্যথা, হাত ব্যথা সবকিছুরই কারণ হতে পারে বাত। সামনেই 'বিশ্ব বাত দিবস' বা 'ওয়ার্ল্ড আর্থ্রাইটিস ডে'। রিউম্যাটিক অ্যান্ড মাস্কুলোস্কেলিটাল ডিজিজ (RMDs) সম্পর্কে বিশ্ব জুড়ে সচেতনতা বাড়াতে এই দিনটি পালিত হয়। সোজা বাংলায় বাত বা আর্থ্রাইটিস। ১৯৯৬ সাল থেকেই আর্থ্রাইটিস অ্যান্ড রিউম্যাটিজম ইন্টারন্যাশনালের উদ্যোগে প্রতি বছর ১২ অক্টোবর দিনটি পালিত হয়ে আসছে। বাতের ব্যথায় ভুগছেন না এমন মানুষ এখন বোধহয় খুব কম আছেন। ভারতে প্রায় ২০ কোটি মানুষ অস্টিওআর্থ্রাইটিসে ভুগছেন। বিশ্ব জুড়ে ৪০ কোটির বেশি মানুষ এই রোগে ভুগছেন। ৬০ বছরের উপরে ১৮ শতাংশ মহিলা ও ৯.৬ শতাংশ পুরুষ বাতের ব্যথায় ভুগছেন। (WHO) ওয়ার্ল্ড হেল্থ অর্গানাইজেশনের সমীক্ষা অনুযায়ী বিশ্বের প্রায় ২৫% মানুষের পঙ্গুত্বের অন্যতম প্রধান কারণ আর্থ্রাইটিস। অলিম্পিক্স পদকজয়ী সাইনা নেহাওয়াল ৩৪ বছর বয়সেই ভাবতে শুরু করেছেন অবসর নেওয়ার কথা। শোনা গেছে বাতের ব্যথার কারণেই এই সিদ্ধান্ত সাইনার।

আর্থ্রাইটিস আসলে কী

চিকিৎসকদের মতে, আর্থ্রাইটিস কোনও নির্দিষ্ট অঙ্গের ব্যথা নয় এটা একাধিক অঙ্গেই হতে পারে। এমনকী আঙুলের গাঁটে গাঁটে ব্যথা হলেও তাকে আর্থ্রাইটিসই বলা হয়। এই রোগটি কোনও আঘাত না লাগলেও দেখা দিতে পারে। আর্থ্রাইটিস আসলে হল অস্থিসন্ধির প্রদাহ। প্রায় একশোরও বেশি অস্থিসন্ধির রোগ রয়েছে যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল অস্টিও আর্থ্রাইটিস, রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস এছাড়া সোরিয়াটিক আর্থ্রাইটিস এবং গেঁটেবাত ইত্যাদিও হয়। তবে প্রথম দুটিই অনেক বেশি। আর্থ্রাইটিস অস্থিসন্ধিকে প্রভাবিত করে এর ফলে ব্যথা, ফোলাভাব, শক্ত হয়ে যাওয়া এবং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেই নির্দিষ্ট কার্যকারিতা কমে যাওয়া ইত্যাদি দেখা যায়।

আর্থ্রাইটিসের ধরন

আর্থ্রাইটিসের সবচেয়ে প্রচলিত রূপ অস্টিও আর্থ্রাইটিস। প্রায়শই বয়সের সঙ্গে সঙ্গে অস্থিসন্ধির তরুণাস্থির ক্ষয় হতে থাকে এবং ব্যথা শুরু হয়। অন্যদিকে, আর্থ্রাইটিস জিনগত কারণেও হয়। পরিবারের কারও থাকলে, পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যেও তা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আবার এক ধরনের আর্থ্রাইটিস হয় আমাদের ইমিউন সিস্টেমেই অর্থাৎ যে শক্তি শরীরে রোগ প্রতিরোধ করে, সেটিই টিস্যু-মাসলের জন্য ক্ষতিকারক অ্যান্টিবডিও তৈরি করে। একে বলে রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস। রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস একটি অটোইমিউন রোগ এটা হলে আমাদের রোগ প্রতিরোধ শক্তি অস্থিসন্ধিগুলোয় আক্রমণ করে, যার ফলে প্রদাহ তৈরি হয়। যিনি শারীরিক ভাবে অতি-সক্রিয় যেমন ফুটবল খেলোয়াড় তাঁদের ক্ষেত্রে অধিকাংশ সময়েই হাঁটুতে অতিরিক্ত চাপ পড়ে ফলে আর্থ্রাইটিস হয়। আবার একটানা বসে কাজ করলে দৈনন্দিন হাঁটাচলা কম হলে, ওজন বেড়ে গেলে আর্থ্রাইটিসের প্রবণতা বাড়ে। একটি পরিসংখ্যান বলছে, ভারতে রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিসে আক্রান্ত হওয়ার হারও অন্যান্য দেশের থেকে বেশি। রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিসে হিপ জয়েন্ট বিকৃত হয়ে হাঁটা-চলা বন্ধ হয়ে যায়, অন্য দিকে যন্ত্রণায় খুব কষ্ট পেতে হয়। হিপ ফ্র্যাকচার, সেপটিক আর্থ্রাইটিস, বোন ডিসপ্লেশিয়া-জাতীয় সমস্যা হলে একদিকে স্থবির হয়ে বসে থাকতে হয়, অন্য দিকে ব্যথার কষ্টে জীবন শেষ হয়।

কী করে বুঝবেন কোন বাত

বয়সের কারণে যে বাতের ব্যথা বা আথর্াইটিস হয় তার বেশিটাই শরীরে অতিরিক্ত চাপ পড়ার কারণে। এগুলো হয় সাধারণত হাঁটু, কোমর, শিরদাঁড়ার অস্থিসন্ধিতে। এতে কার্টিলেজ নষ্ট হয়। কার্টিলেজ কী? অস্থিসন্ধি বা দুটি হাড়ের সংযোগস্থলে অর্থাৎ, হাড়ের আগায় সাদা রঙের রবারের মতো

দুটি তন্তুর মতো বস্তু থাকে। এদের কাজ অস্থিসন্ধির দুটি হাড়ের মধ্যে ঘর্ষণ কমানো। তা ছাড়া কোনও আঘাত লাগলে এগুলি 'শক অ্যাবজরভার' হিসাবে কাজ করে। এটাই কার্টিলেজ। কোনও কারণে ওই কার্টিলেজ ক্ষয়ে গেলে হাড়ের ক্ষয় শুরু হয় এবং বাতের উপসর্গ দেখা দিতে শুরু করে। অস্থিসন্ধির মধ্যে থাকা ফাঁকা জায়গা ছোট হয়ে আসে। এই ধরনের আর্থ্রাইটিস অপেক্ষাকৃত কম বিপজ্জনক। এটা অস্টিও আর্থ্রাইটিস। এর উপসর্গ হল সিঁড়ি ভাঙতে কষ্ট, উঠতে, বসতে ব্যথা, টানা বসে থাকলে অথবা ঘুম থেকে ওঠার পরেও হাঁটুতে ব্যথা। আবার হাঁটু ভাঁজ করতে গেলেও কষ্ট। ঘুমের মধ্যেও ব্যথায় ঘুম ভেঙে যেতে পারে।

দ্বিতীয় ধরনের আর্থ্রাইটিস দ্রুত চিহ্নিত করা জরুরি। কারণ, এখন ওষুধের মাধ্যমে ওই আর্থ্রাইটিসের সমস্যার সমাধান করা হচ্ছে। কিন্তু যদি চিকিৎসায় দেরি হয়, তবে অস্ত্রোপচার জরুরি হয়ে পড়ে। এটা হল রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস। যা কম বয়সেও আগাম সংকেত না দিয়েও হতে পারে। হাঁটু বা হিপে থাকা অস্থিসন্ধি ক্ষয় হতে হতে এমন পর্যায়ে চলে যায় যে সেই ব্যক্তি চলাফেরা পর্যন্ত করতে পারেন না। সঙ্গে থাকে অস্বাভাবিক ব্যথা। আক্রান্তদের দৈনন্দিন জীবনযাপনের মান নেমে যায়। অথচ সঠিক চিকিৎসার সাহায্য নিলেই ব্যথার এই কষ্ট কমিয়ে স্বাভাবিক জীবনযাপন করা যায়।

খাওয়াদাওয়া

ভিটামিন-ডি এবং ক্যালসিয়ামের অভাবে বাতের রোগ হওয়ার আশঙ্কা বাড়ে। তা ছাড়া ফ্যাট জাতীয় খাবার বেশি খাওয়ার ফলে ওজনও বেড়ে যায়। দেহের ওজন বাড়লে এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা বেড়ে যায়।

বাতের হাত থেকে সম্পূর্ণ রেহাই পাওয়ার কোনও ওষুধ বা পদ্ধতি এখনও আবিষ্কৃত হয়নি। ওষুধ প্রয়োগ করে বাতের সমস্যাগুলি থেকে সাময়িক রেহাই মিলতে পারে। রোগ যাতে না বাড়ে তার জন্য নিয়মিত ওষুধ খেতে হবে। ফিজিওথেরাপি করতে হবে। কয়েক ধরনের সাপ্লিমেন্ট রয়েছে যেগুলো খেলে বাতের ব্যথা অনেকটাই নিয়ন্ত্রণের মধ্যে থাকে।

এমন কোনও নির্দিষ্ট ওষুধ নেই যা প্রয়োগে বাত সেরে যেতে পারে। যদি রোগীর দৈনন্দিন কাজে অসুবিধা হয় বা প্রতিদিন ব্যথার ওষুধ খেতে হয়, তখন অস্ত্রোপচার একমাত্র পথ। যাকে 'জয়েন্ট রিপ্লেসমেন্ট' বলে। সেক্ষেত্রে হাড়ের আগায় ঘষা লেগে ক্ষয়ে যাওয়া অংশগুলিকে বাদ দিয়ে বাইরে থেকে ধাতব অংশ বসানো হয়।

১৪
৮ অক্টোবর ২০২৫
বুধবার

মাঠে ময়দানে

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

8 October, 2025 • Wednesday • Page 14 || Website - www.jagobangla.in

নাতির হাত ধরে প্রথমবার মাঠে বসে মেসির ম্যাচ দেখলেন ১০২ বছরের বৃদ্ধ হ্যারল্ড টেরেন্স

বোল্টের টিপস পেলেন অনিমেষ

মুম্বই, ৭ অক্টোবর : বিশ্ব অ্যাথলেটিক্সের ইতিহাসে সর্বকালের সেরা স্প্রিন্টার। ১০০ এবং ২০০ মিটারে তাঁর গড়া বিশ্বরেকর্ড আজও টপকাতে পারেননি কেউ। সেই উসেইন বোল্টের কাছ থেকে টিপস পেয়ে উচ্ছ্বাসে ভাসছেন ভারতের দ্রুততম মানব অনিমেষ কুজুর।

মুম্বইয়ের এক অনুষ্ঠানে আদর্শ বোল্টের সঙ্গে দেখা হয়েছে অনিমেষের। কিংবদন্তি জামাইকার স্প্রিন্টারকে হাতের কাছে পেয়ে নিজের দৌড় সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলেন অনিমেষ। বোল্ট ভারতীয় তরুণকে বলেন, আমি তোমাকে দৌড়তে দেখেছি। দৌড়ের সময় তুমি হাতদুটো শরীরের আড়াআড়ি রাখছ। এটা ঠিক নয়। বরং দুটো হাত সামনে-পিছনে দোলাও। তাছাড়া আমি এটাও লক্ষ্য করেছি, তুমি বাঁ হাত লক করছ। কিন্তু ডান হাত খোলা রাখছ। এটাও শুধরে নিতে হবে। কারণ দুটো হাতই দৌড়ের সময় সমানভাবে লক করতে হবে।

বোল্টের প্রতিটি কথা মন দিয়ে শোনেন অনিমেষ। তাঁর বক্তব্য, বিশ্বের সব স্প্রিন্টারেরই আদর্শ উসেইন বোল্ট। আমিও এর ব্যতিক্রম নই।

আদর্শ উসেইন বোল্টের পাশে অনিমেষ কুজুর। মুম্বইয়ের এক অনুষ্ঠানে।

ওঁর দৌড় দেখে প্রেরণা পাই। উনি যেভাবে আমার কিছু টেকনিক্যাল ভুল ধরিয়ে দিয়েছেন, তা অবিশ্বাস্য! আমি চেষ্টা করব, এই ভুলগুলো দ্রুত শুধরে নেওয়ার।

প্রসঙ্গত, ১০০ ও ২০০ মিটারে জাতীয় রেকর্ড অনিমেষের দখলে। সম্প্রতি টোকিওতে আয়োজিত বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে ২০০ মিটার দৌড়ের যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন ওড়িশার তরুণ। যা এর আগে কোনও ভারতীয় দৌড়বীর করে দেখাতে পারেননি।

শীর্ষে মান্ধানা

দুবাই : মেয়েদের আইসিসি ওয়ান ডে ব্যাটারদের ক্রমতালিকার শীর্ষস্থান নিজের দখলেই রেখে দিলেন স্মৃতি মান্ধানা। মঙ্গলবার প্রকাশিত তালিকায় ৭৯১ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে এক নম্বরে রয়েছেন বাঁ হাতি ভারতীয় ওপেনার। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন ইংল্যান্ডের নাট শিভার ব্রান্ট। তাঁর রেটিং পয়েন্ট ৭৩১। তিন নম্বরে অস্ট্রেলিয়ার বেথ মুনি (৭১৩ রেটিং পয়েন্ট)। তালিকার চার এবং পাঁচে রয়েছেন যথাক্রমে দক্ষিণ আফ্রিকার তাজমিন ব্রিটস (৭০৬ রেটিং পয়েন্ট) ও অস্ট্রেলিয়ার অ্যাশলে গার্ডনার (৬৯৭ রেটিং পয়েন্ট)। ছ'নম্বরে রয়েছেন আরেক ভারতীয় দীপ্তি শর্মা (৬৪০ পয়েন্ট)।

পৃথ্বীর সেঞ্চুরি

পুণে : নতুন মরশুমে সেরা ফর্মে ফেরার ইঙ্গিত দিলেন পৃথ্বী শ। পুরনো দল মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে একটি প্রস্তুতি ম্যাচে দুরন্ত সেঞ্চুরি হাঁকিয়েছেন তিনি। নিয়মিত সুযোগ পাওয়ার জন্য মুম্বই ছেড়ে এই মরশুমে মহারাষ্ট্রে যোগ দিয়েছেন পৃথ্বী। পুণেতে আয়োজিত এই ম্যাচে ১৪০ বলে ঝকঝকে সেঞ্চুরি হাঁকান তিনি। শেষ পর্যন্ত আউট হন ১১১ রান করে। তবে এই ম্যাচেও বিতর্ক পিছু ছাড়েনি পৃথ্বীর। মুম্বইয়ের ক্রিকেটারদের সঙ্গে ম্যাচ চলাকালীন বচসায় জড়ান তিনি। আম্পায়ারদের হস্তক্ষেপে ঝামেলা মেটে।

দৌড়ে তিন

দুবাই : আইসিসির সেপ্টেম্বর মাসের সেরা ক্রিকেটার হওয়ার দৌড়ে তিন ভারতীয়। এর মধ্যে পুরুষ বিভাগে সেরা হওয়ার দৌড়ে রয়েছেন অভিষেক শর্মা ও কুলদীপ যাদব। মেয়েদের বিভাগে স্মৃতি মান্ধানা। সদ্য সমাপ্ত এশিয়া কাপে প্লেয়ার অফ দ্য টুর্নামেন্টের পুরস্কার পাওয়া অভিষেক এবং টুর্নামেন্টের সর্বোচ্চ উইকেট শিকারি (১৭টি) কুলদীপের সঙ্গে মাসের সেরা হওয়ার দৌড়ে রয়েছেন জিম্বাবোয়ের ব্রায়ান বেনেট। অন্যদিকে, সেপ্টেম্বর মাসে ৪টি একদিনের ম্যাচে ৩০৮ রান করা স্মৃতির সঙ্গে মাসের সেরা হওয়ার দৌড়ে রয়েছেন পাকিস্তানের সিদরা আমিন ও দক্ষিণ আফ্রিকার তাজমিন ব্রিটস।

এক দিনেই ১৭ উইকেট

ম্যাকায়ে, ৭ অক্টোবর : অস্ট্রেলিয়া ও ভারতের যুব টেস্টের প্রথম দিনেই পড়ল ১৭ উইকেট! মঙ্গলবার প্রথমে ব্যাট করতে নেমে, মাত্র ১৩৫ রানে গুটিয়ে যায় অনূর্ধ্ব ১৯ অস্ট্রেলিয়ার ইনিংস। উইকেটকিপার অ্যালেক্স লি ইয়ং ৬৬ রান না করলে, অস্ট্রেলিয়ার রান একশোর গণ্ডিও পার করত না। ভারতের হেনিল প্যাটেল ও খিলান প্যাটেল ৩টি করে উইকেট নেন। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে, দিনের শেষে ৭ উইকেটে ১৪৪ রান তুলেছে অনূর্ধ্ব ১৯ ভারত। ৯ রানে এগিয়ে রয়েছে যুব ভারত। ২০ রান করে আউট হন বৈভব সূর্যবংশী। বেদান্ত ত্রিবেদী করেন ২৫ রান। বল হাতে সাফল্যের পর, ব্যাট হাতে ২৬ রান করেন খিলান। ২২ রানে নট আউট রয়েছেন হেনিল।

সমালোচিত নাকামুরার পাশে কার্লসেনের কোচ

আর্লিংটন, ৭ অক্টোবর : প্রবল সমালোচনায় কোণঠাসা হিকারু নাকামুরার পাশে দাঁড়ালেন ম্যাগনাস কার্লসেনের কোচ পিটার হাইন নিলসেন। বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ডি গুকেশকে হারিয়ে দর্শকদের দিকে ঘুঁটি ছুঁড়ে উল্লাস দেখিয়েছিলেন নাকামুরা। মার্কিন দাবাড়ুর এই আচরণে সমালোচনার ঝড় উঠেছে। প্রাক্তন বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ভ্লামিমির ক্রামানিক তীব্র সমালোচনা করে জানিয়েছিলেন, এটা শুধু অশালীনতা নয়, আধুনিক দাবার অবক্ষয়ের প্রমাণ। ফিডের সিইও ইমিল সুটোভস্কিও কড়া সমালোচনা করেছিলেন।

যদিও কঠিন সময়ে অপ্রত্যাশিতভাবে কার্লসেনের কোচকে পাশে পেলেন নাকামুরা। এই প্রসঙ্গে নিলসেনের বক্তব্য, আমাদের মতো বয়স্ক ও রক্ষণশীল দাবাড়ুরা হয়তো এই ব্যাপারটা সহজে মেনে নিতে পারবেন না। তবে একটা কথা কিন্তু স্বীকার করতেই হচ্ছে, এতদিনে দাবাকে একটা স্পোর্টিং ইভেন্টের মতো দেখাচ্ছে। যে খেলার সঙ্গে দর্শকরা জড়িত। সতীর্থরা জড়িত। আর জয় উদযাপন তো যে কোনও খেলারই প্রাণ। নাকামুরার সতীর্থ লেভি রোজম্যানের দাবি, ঘুঁটি দর্শকদের দিকে ছুঁড়ে জয় উদযাপন পুরোপুরি পূর্ব পরিকল্পিত ছিল। তিনি বলেছেন, আয়োজকরা আগেই জানিয়ে দিয়েছিলেন, জিততে নতুন নতুন স্টাইলে সেলিব্রেট করার জন্য। এটা পুরোপুরি বিনোদনের অংশ ছিল। অসম্মানের নয়। নতুন প্রজন্মকে দাবার প্রতি আরও আকৃষ্ট করার জন্যই করা হয়েছে।

আনন্দ-কাসপারভ দ্বৈরথ ৩০ বছর পর

সেন্ট লুইস, ৭ অক্টোবর : ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি। দীর্ঘ ৩০ বছর পর ফের মগজাস্ত্রের লড়াইয়ে মুখোমুখি পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন বিশ্বনাথন আনন্দ এবং কিংবদন্তি রুশ দাবাড়ু গ্যারি কাসপারভ। বুধবার থেকে সেন্ট লুইস চেস ক্লাবে শুরু হবে দ্য লেজেন্ডস টুর্নামেন্ট। আর সেখানেই হবে এই রোমাঞ্চকর লড়াই। প্রসঙ্গত, আনন্দ ও কাসপারভ শেষবার একে অন্যের মুখোমুখি হয়েছিলেন ১৯৯৫ সালে। সেবার বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে কাসপারভ কিস্তিমাত করেছিলেন আনন্দকে। মোট তিনদিন ধরে চলবে এই টুর্নামেন্ট। প্রতিদিন চারটি করে খেলা হবে। দু'টি র‍্যাপিড এবং দু'টি ব্লিটজ। প্রথম দিনে প্রতিটি জয়ের জন্য এক পয়েন্ট করে পাওয়া যাবে। দ্বিতীয় দিনে তা বেড়ে হয়ে দুই এবং তৃতীয় তথা অন্তিম দিনে প্রতিটি জয়ের জন্য তিন পয়েন্ট করে পাওয়া যাবে।

প্রিমিয়ার লিগের প্রচারের মুখ সঞ্জু

নয়াদিল্লি, ৭ অক্টোবর : ফুটবলের নতুন দায়িত্ব পেলেন সঞ্জু স্যামসন। ভারতীয় ক্রিকেট তারকাকে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ ভারতে তাদের প্রচারের মুখ করেছে। ফলে ভারতে প্রিমিয়ার লিগের প্রচারে বড় ভূমিকা পালন করবেন সঞ্জু। এক বিবৃতিতে এই খবর জানিয়েছে প্রিমিয়ার লিগ কর্তৃপক্ষ।

প্রসঙ্গত, ভারতীয় ফুটবলপ্রেমীদের কাছে দারুণ জনপ্রিয় প্রিমিয়ার লিগ। গোটা দেশে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড, লিভারপুল, ম্যাঞ্চেস্টার সিটি, আর্সেনাল, চেলসির প্রচুর সমর্থক রয়েছে। এবার সেই জনপ্রিয়তা আরও বাড়াতে চাইছে প্রিমিয়ার লিগ কর্তৃপক্ষ। তাদের লক্ষ্য ভারতের বিরাট বড় বাণিজ্যিক বাজার থেকে মুনাফা লাভ করা। পাশাপাশি প্রশ্ন উঠছে, কোনও ভারতীয় ফুটবলারের বদলে কেন একজন ক্রিকেটারকে এই দায়িত্ব দেওয়া হল। সম্প্রতি ভারতীয় ফুটবলের খারাপ পারফরম্যান্সের জন্যই এটা হয়েছে বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। এদিকে, ক্রিকেটার হলেও সঞ্জু ফুটবলকেও ভালবাসেন। আগেই জানিয়েছেন, তিনি লিভারপুলের অন্ধ ভক্ত। আইএসএলের অন্যতম ক্লাব কেরল ব্লাস্টার্সেরও প্রচার দূত হিসেবে কাজ করেছেন। এবার আরও বড় দায়িত্ব পেলেন।

মেসির পথেই ইয়ামাল: জাভি

বার্সেলোনা, ৭ অক্টোবর : কিশোর বয়সেই আন্তর্জাতিক ফুটবলে তিনি তারকা। ১৮ পূর্ণ করার আগেই জিতে ফেলেছেন লা লিগা, ইউরো কাপ। ড্রিবল, গোল করা এবং সতীর্থদের দিয়ে গোল করানোর দক্ষতায় লিওনেল মেসির সঙ্গে তুলনা টানা হচ্ছে তাঁর। গত জুলাইয়ে আঠারোয় পা দেওয়া লামিনে ইয়ামাল এবার ছিলেন ব্যালন ডি'অরের দাবিদার। অল্পের জন্য বিশ্বসেরা ফুটবলারের সম্মান 'সোনার বল' হাতছাড়া করেছেন স্প্যানিশ ওয়ান্ডারকিড। বার্সেলোনার প্রাক্তন কোচ জাভি হার্নান্ডেজ মজে ইয়ামালে। বার্সায় ইয়ামালদের প্রাক্তন হেডস্যার জানিয়েছেন, মেসি-নেইমারের পথেই এগোচ্ছেন স্প্যানিশ টিনএজার।

ইয়ামাল প্রসঙ্গে জাভি বলেছেন, বার্সায় কোচ

থাকাকালীন দেখেছি, একটা ১৫-১৬ বছরের ছেলে কীভাবে অবলীলায় পেশাদারদের ড্রিবল করে চলেছে। ট্রেনিংয়ের সময় দৃশ্যগুলি দেখে আমরা কোচিং স্টাফের সদস্যরা বিস্মিত হয়ে ভাবতাম, এই বয়সে কে সেরা? অনুশীলনে প্রতিদিনই ইয়ামালের মধ্যে বিশেষ কিছু দেখতাম। যেটা আমি মেসি, নেইমারের মতো স্তরের খেলোয়াড়ের মধ্যে দেখেছি। দুই-আড়াই বছর আগেই মনে হয়েছিল, মাঠে ইয়ামাল ভয়ডরহীন। ও প্রস্তুতি যে কোনও চ্যালেঞ্জের জন্য। ওর মধ্যে কোনও জটিলতা নেই। ইয়ামাল পার্থক্য গড়ে দিতে পারে। এই বয়সেই ও যা করেছে সেটা অসাধারণ। মেসির সঙ্গে তুলনাও শুরু হয়েছে ইয়ামালের। এই বয়সে সেরা কি আর্জেন্টাইন ছিলেন, নাকি স্প্যানিশ তরুণ? জাভি তুলনায় না গিয়েও বুঝিয়ে দিলেন, ইয়ামাল এই তুলনার যোগ্য। জাভির কথায়, ও ফুটবল ইতিহাসে জিনিয়াস হতে পারে। ওর প্রতিভা স্বীকৃত। বাকিটা ইয়ামালের উচ্চাকাঙ্ক্ষা, খেলাটির প্রতি আবেগ, ভালবাসার উপর নির্ভর করছে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মাঠে ময়দানে

8 October, 2025 • Wednesday • Page 15 || Website - www.jagobangla.in

১৫
৮ অক্টোবর ২০২৫
বুধবার

২০২৭ বিশ্বকাপে বিরাট ও রোহিতের খেলা নিয়ে কোনও নিশ্চয়তা নেই। দাবি ডি'ভিলিয়ার্সের

সৌরভের ক্লাসে অভিষেকরা

শামিকে হয়তো শুরুতেই পাবে বাংলা

প্রতিবেদন : রঞ্জি ট্রফিতে অভিযান শুরুর আগে বাংলার ক্রিকেটারদের উদ্বুদ্ধ করলেন সিএবি সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। বাংলার ক্রিকেট মসনদে দ্বিতীয় ইনিংস শুরু করেই বঙ্গ ক্রিকেটের উন্নতির পরিকল্পনার কথা শুনিয়েছিলেন প্রাক্তন বিসিসিআই প্রধান। সিএবি সভাপতির চেয়ারে ফিরেই বাংলার সিনিয়র দলকে উজ্জীবিত করার কাজে নেমে পড়লেন সৌরভ। মঙ্গলবার সকালে সল্টলেকের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস মাঠে বাংলার অনুশীলনে গিয়ে অভিষেক পোড়েল, প্রদীপ্ত প্রামাণিকদের ব্যাটিং, বোলিং নিয়ে নানা পরামর্শ দেওয়ার পাশাপাশি নানা গল্প বলে উজ্জীবিত করেন মহারাজ।

গত দুই মরশুমে বাংলার ব্যাটিংয়ে অন্যতম প্রধান মুখ উইকেটকিপার-ব্যাটার অভিষেক। আইপিএলের মঞ্চে বাংলার বাঁ-হাতি ব্যাটারকে তুলে এনেছেন সৌরভ। তাঁকে এদিনও আলাদা করে সময় দেন সিএবি সভাপতি। ব্যাটিং নিয়ে অভিষেককে দীর্ঘক্ষণ টেকনিক্যাল পরামর্শ দেন সৌরভ। প্রত্যেককেই আলাদা করে সময় দিয়েছেন তিনি।

কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা বললেন, দাদা সবসময় বাংলার ক্রিকেটের উন্নতির জন্য ভাবে। যতটুকু সময় তরুণরা সৌরভের সঙ্গে কাটাক সেটাই ওদের জন্য মূল্যবান। দাদা সিএবি-তে আবারও বড় দায়িত্বে। আশা করি, চলতি মরশুমে এভাবেই দাদার পরামর্শ নানা সময়ে পাবে ছেলেরা।

১৫ অক্টোবর ইডেন গার্ডেন্সে উত্তরাখণ্ডের বিরুদ্ধে ম্যাচ দিয়ে এবারের রঞ্জি অভিযান শুরু করছে বাংলা। মহম্মদ শামিকে রেখেই রঞ্জির স্কোয়াড ঘোষণা করেছিল সিএবি। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে টেস্ট এবং অস্ট্রেলিয়া সফরে ওয়ান ডে ও টি-২০ দলে শামি সুযোগ না পাওয়ায় তা নিয়ে প্রশ্ন উঠলেও তারকা পেসারের বাংলার হয়ে শুরু থেকে থেকে খেলা নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছিল। কিন্তু বাংলার কোচ লক্ষ্মী বললেন, শামি আমাদের বলেছে, শুরু থেকেই ওকে পাওয়া যাবে। কোনও অনিশ্চয়তা নেই। আশা করি, ওকে প্রথম ম্যাচ থেকেই পাব। দু-একদিনের মধ্যেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেবে।

বাংলার অনুশীলনে অভিষেক পোড়েলকে পরামর্শ দিচ্ছেন সৌরভ। মঙ্গলবার।

চেজরা হৃদয় দিয়ে খেলুক, বার্তা লারার

মুম্বই, ৭ অক্টোবর : হৃদয় দিয়ে খেলতে হবে। তাহলেই ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট ফের স্বমহিমায় ফিরবে। রোস্টন চেজদের বার্তা দিলেন ব্রায়ান লারা। মঙ্গলবার মুম্বইয়ের এক অনুষ্ঠানে লারা বলেছেন, আমি রোস্টন চেজ ও বর্তমান দলের বাকি ক্রিকেটারদের একটা প্রশ্ন করতে চাই। তোমরা কি দেশের হয়ে খেলার সময় হৃদয় দিয়ে খেলছ? যদি সেটা করতে পার, তাহলে ক্যারিবিয়ান ক্রিকেট ঠিকই ঘুরে দাঁড়াবে বলে আমি বিশ্বাস করি। আমেদাবাদ টেস্টে হারের পর, ক্যারিবিয়ান অধিনায়ক চেজ পরিকাঠামোর অভাবের কথা বলেছিলেন। লারার বক্তব্য, ৩০-৪০ বছর আগেও আমাদের কোনও উন্নত পরিকাঠামো ছিল না। ভিভ রিচার্ডস ব্যাটিং প্র্যাকটিসের জন্য কোনও বিশ্বমানের পিচ পাননি। আমরা যখন খেলতাম, তখনও পরিকাঠামোর কোনও উন্নতি হয়নি। কিন্তু আমদের মধ্যে দেশের হয়ে সেরাটা দেওয়ার খিদে ছিল। আমরা ওয়েস্ট ইন্ডিজের জার্সিতে হৃদয় দিয়ে খেলতাম। বর্তমান প্রজন্মের মধ্যে যা দেখতে পাই না। লারা আরও বলেছেন, আমি ভারত বনাম ইংল্যান্ডের লর্ডস টেস্ট দেখেছি। অস্ট্রেলিয়াকে খেলতে দেখছি। এরা এই মুহূর্তে ক্রিকেটের বিগ থ্রি। ওদের সমকক্ষ হওয়ার প্রতিভা ক্যারিবিয়ান ক্রিকেটে আছে। অভাব শুধু প্যাশনের।

সাংবাদিক বৈঠকে নেই মোহনবাগান

ইস্টবেঙ্গল কোচ বিনো ও ফুটবলার রশিদকে স্মারক আইএফএ-র।

আজ শিল্ডে নামছে পূর্ণশক্তির ইস্টবেঙ্গল

প্রতিবেদন : বিদেশিহীন শ্রীনিধি ডেকানের বিরুদ্ধে বুধবার পূর্ণশক্তির দল নিয়েই শিল্ড অভিযানে নামছে ইস্টবেঙ্গল। চার বছর পর ফিরল শতাব্দীপ্রাচীন টুর্নামেন্ট। কল্যাণী স্টেডিয়ামে দুপুর ৩টের সময় ইস্টবেঙ্গল-শ্রীনিধি ম্যাচ দিয়ে ১২৫তম আইএফএ শিল্ড প্রতিযোগিতার উদ্বোধন। তার আগে ছিমছাম একটি উদ্বোধনী অনুষ্ঠানও করবে আইএফএ। মঙ্গলবার ক্যালকাটা রোয়িং ক্লাবে অংশগ্রহণকারী ছ'টি দলের কোচ, অধিনায়কদের নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলন আয়োজিত হয়। একই সময়ে দলের অনুশীলন থাকার কারণ দেখিয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে অনুপস্থিত ছিল মোহনবাগান। কোনও ফুটবলার বা সহকারী কোচকেও পাঠায়নি ক্লাব। তবে শিল্ডে পূর্ণশক্তির দলই খেলাবে মোহনবাগান। এদিন সব দলের কোচ, অধিনায়কের হাতে শিল্ডের স্মারক উপহার তুলে দেওয়া হয় আইএফএ-র তরফে।

উদ্বোধনী ম্যাচের আগে সাংবাদিক বৈঠকে ইস্টবেঙ্গল কোচ বিনো জর্জ জানান, তাঁরা শিল্ড নিয়ে সিরিয়াস। পূর্ণশক্তির পুরো স্কোয়াড নিয়েই খেলবে প্রতিযোগিতায়। শিল্ডকে সুপার কাপের প্রস্তুতি হিসেবেই দেখছে দল। লক্ষ্য, চ্যাম্পিয়ন হওয়া।

শ্রীনিধি ডেকানের কোচ হুইরেম এংলানচা সিং বললেন, আমাদের টিমে কোনও বিদেশি নেই। তবে বড় দলের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য প্রস্তুত। ইস্টবেঙ্গলের ডাগ আউটে কোচ হিসেবে কি অস্কার ব্রুজো বসবেন, নাকি বিনো। রিজার্ভ দলের কেরালাইট কোচ বললেন, আমাদের হেড কোচ কে, তা সবাই জানে। তবে আমাদের পুরো স্কোয়াড রয়েছে। সবাই ফিট। কোনও চোট-আঘাত দলে নেই। ঐতিহ্যশালী আইএফএ শিল্ড ইস্টবেঙ্গল ২৯ বার জিতেছে। আমরা জানি টুর্নামেন্টের গুরুত্ব। ইস্টবেঙ্গল শিল্ডকে প্রচণ্ড গুরুত্ব দিচ্ছে। অবশ্যই সুপার কাপের আগে দারুণ প্রস্তুতির মঞ্চ এই টুর্নামেন্ট। আশা করি, আমরা ভাল খেলেই চ্যাম্পিয়ন হব।

ভিডিও দেখে তৈরি সুনীলরা

প্রতিবেদন : শুক্রবার সিঙ্গাপুরের বিরুদ্ধে এএফসি এশিয়ান কাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ খেলতে নামছে ভারত। সোমবার ভারতীয় সময় সন্ধ্যায় সিঙ্গাপুর পৌঁছনোর পর মঙ্গলবার সেখানে অনুশীলন করেন সুনীল ছেত্রীরা। ন্যাশনাল স্টেডিয়ামে ম্যাচ। সিঙ্গাপুরের বিরুদ্ধে মুখোমুখি সাক্ষাতে পিছিয়ে রয়েছে ভারত। আটবার জিতেছে সিঙ্গাপুর। ছ'বার ভারত। খালিদ জামিলের দলের নির্ভরযোগ্য ডিফেন্ডার রাহুল ভেকে বলেছেন, সিঙ্গাপুর অনেক উন্নতি করেছে। ওদের খেলার ভিডিও দেখে তৈরি হচ্ছি। আমরা প্রস্তুত। দু'টি দলের জন্যই খুব গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ। ওরা ঘরের মাঠে খেলবে। কাজটা সহজ নয়। সিঙ্গাপুরের অন্তর্বর্তী হেড কোচ গেভিন লি গত জুনে দায়িত্ব নেওয়ার পর দল একটিও ম্যাচ জেতেনি। দলের ডিফেন্ডার অধিনায়ক হ্যারিস হারুণ চোট সারিয়ে ফিরছেন।

বিক্ষুব্ধ সমর্থকদের সঙ্গে বিবাদে দিমি-কামিন্সরা

প্রতিবেদন : ইরানে এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু-এর ম্যাচ খেলতে না যাওয়ায় যুবভারতীতে মোহনবাগান অনুশীলনে ফুটবলারদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখাল সমর্থকদের একাংশ। তিন অস্ট্রেলীয় তারকা জেসন কামিন্স, জেমি ম্যাকলারেন, দিমিত্রি পেত্রাতোস অনুশীলন সেরে ফেরার সময় সমর্থকদের ঘেরাটোপে বন্দি হন। সমর্থকদের জবাবদিহি করতে হয় জেমিদের। ক্ষুব্ধ মোহনবাগান জনতার সঙ্গে বাকবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েন তাঁরা।

অনুশীলন শুরুর আগেই ফুটবলারদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগড়ে দিয়ে পোস্টার হাতে স্লোগান দেন কিছু সমর্থক। পোস্টারে লেখা, 'গেট আউট কাওয়ার্ড'। স্লোগান ওঠে, 'মোহনবাগান জনতার একটাই স্বর, কাপুরুষদের বিদায় কর'! আগাম বিক্ষোভের আশঙ্কা থাকায় মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট ম্যানেজমেন্ট যুবভারতীর প্র্যাকটিস গ্রাউন্ডের বাইরে পুলিশি নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছিল। তবে এমনও কয়েকজন সমর্থক এসেছিলেন যাঁরা অনুশীলনের পর কামিন্স, ম্যাকলারেনদের সঙ্গে দেখা করে তাঁদের পাশে থাকার বার্তা দেন। হোটেলে ফিরে দিমিত্রি সমাজমাধ্যমে পোস্টে লেখেন, আমি মাঠে ও মাঠের বাইরে সবসময় দলের জন্য সেরাটা দিই। যে কোনও পরিস্থিতিতে আমি সতীর্থদের পাশে থাকব।

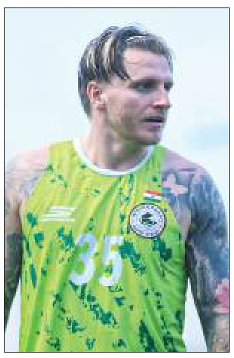

বিক্ষোভের আবহেই আইএফএ শিল্ডের প্রস্তুতি চলল জোরকদমে। পূর্ণশক্তির দল নিয়েই শিল্ডে খেলবে জোসে মোলিনার দল। আইএসএলের নিয়মে চার বিদেশি খেলানো যাবে শিল্ডে। রক্ষণে একজন বিদেশি রেখে প্রস্তুতি চালাচ্ছেন মোলিনা। কখনও টম অলড্রেড আবার কখনও আলবার্তো রডরিগেজকে রেখে মহড়া সারছেন মোহনবাগানের স্প্যানিশ কোচ। আক্রমণভাগে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দিমিত্রি, কামিন্স, ম্যাকলারেনকে খেলাচ্ছেন মোলিনা।

মাঠে ময়দানে

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

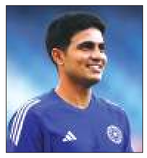

টেস্ট ও একদিনের ক্রিকেটে নেতৃত্ব দেওয়ার যোগ্য ব্যক্তি শুভমন গিল, বললেন দিলীপ বেঙ্গসরকার

বুমরার বিশ্রাম-জল্পনা

শুক্রবার দিল্লিতে শুরু দ্বিতীয় টেস্ট

দিল্লি, ৭ অক্টোবর : টেস্টে ওয়েস্ট ইন্ডিজের সঙ্গে ভারতের শক্তির পার্থক্য কতটা সেটা আমেদাবাদ দেখিয়ে দিয়েছে। ইনিংস ও ১৪০ রানে ক্যারিবিয়ানদের উড়িয়ে দিয়ে দিল্লিতে দ্বিতীয় তথা শেষ টেস্ট খেলতে নামছে শুভমন গিলের ভারত। শুক্রবার থেকে ফিরোজ শাহ কোটলায় শুরু ম্যাচ। বুধ ও বৃহস্পতিবার প্রস্তুতি সারবেন শুভমনরা। সহজে প্রথম টেস্ট জিতলেও টিম ইন্ডিয়ার প্রথম একাদশে একাধিক পরিবর্তনের সম্ভাবনা রয়েছে। কমজোরি ক্যারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে বেঞ্চের শক্তি পরীক্ষা করে নিতে পারে গৌতম গম্ভীর অ্যান্ড কোং।

স্পিডস্টার জসপ্রীত বুমরাকে দ্বিতীয় টেস্টেও খেলানোর পরিকল্পনা ছিল নির্বাচক ও ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের। এখন শোনা যাচ্ছে, ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্ট মাথায় রেখে তাঁকে দিল্লিতে নাও খেলানো হতে পারে। মূলত, দু'টি কারণে দলের সেরা ফাস্ট বোলারকে বিশ্রামের ভাবনা। প্রথমত, কোটলার উইকেট সাধারণত স্পিন সহায়ক

হয়। দ্বিতীয়ত, এই ওয়েস্ট ইন্ডিজের জন্য বুমরার উপর নির্ভরতা দেখানোর কোনও যুক্তি দেখছে না ম্যানেজমেন্ট। বুমরা না খেললে প্রসিধ কৃষ্ণর প্রথম একাদশে ফেরা নিশ্চিত। ইংল্যান্ড সফরে ওভালে শেষ টেস্টে সন্তোষজনক পারফরম্যান্স ছিল প্রসিধের। সূত্রের খবর, তাঁকে দিল্লিতে খেলানোর পক্ষে শুভমনরা। প্রথম টেস্টে রান পাননি সাই সুদর্শন। দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের আগে দেবদূত পাড়িক্কালকে কি তিন নম্বরে দেখে নেবে দল? সেই সুযোগও থাকছে গিল-গম্ভীরদের কাছে।

ভারতীয় দল তিন অলরাউন্ডার খেলাচ্ছে। রবীন্দ্র জাদেজা, ওয়াশিংটন সুন্দর এবং নীতীশ রেড্ডিকে খেলানো হয়েছে প্রথম টেস্টে। রাজধানীর সম্ভাব্য স্পিন সহায়ক পিচে চার স্পিনার দিয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ধরাশায়ী করতে চাইলে পেসার-অলরাউন্ডার নীতীশ রেড্ডির জায়গায় অক্ষর প্যাটেলকে খেলানোর অপশনও থাকছে হাতে। কিন্তু আমেদাবাদের টিম কম্বিনেশন ধরে রেখে অক্ষরকে খেলাতে হলে বসতে হবে ওয়াশিংটন অথবা কুলদীপ যাদবকে।

নাইটের ব্যাটে জয়ী ইংল্যান্ড

গুয়াহাটি, ৭ অক্টোবর : মেয়েদের একদিনের বিশ্বকাপে টানা দ্বিতীয় জয় পেল ইংল্যান্ড। মঙ্গলবার তারা ৪ উইকেটে হারিয়েছে বাংলাদেশকে। চাপের মুখে দুরন্ত হাফ সেঞ্চুরি হাঁকিয়ে ম্যাচের সেরা ইংল্যান্ডের হিদার নাইট। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে, ৪৯.৪ ওভারে ১৭৮ রানে অল আউট হয়ে গিয়েছিল বাংলাদেশ। জবাবে ৪৬.১ ওভারে ৬ উইকেটে ১৮২ রান তুলে ম্যাচ জিতে নেয় ইংল্যান্ড। একটা সময় ১০৩ রানেই ৬ উইকেট হারিয়ে বসেছিল ইংল্যান্ড। ওই পরিস্থিতিতে চার্লি ডিনকে সঙ্গে নিয়ে পাল্টা লড়াই শুরু করেন নাইট। তিনি ৭৯ রানে অপরাজিত থাকেন। ২৭ রানে অপরাজিত থাকেন ডিন। এর আগে বাংলাদেশের ব্যাটিংয়ের শুরুটা ভাল না হলেও, সোবহানা মোস্তারির হাফ সেঞ্চুরির সুবাদে স্কোরবোর্ডে লড়াই করার মতো রান তুলতে পেরেছিল বাংলাদেশ। মোস্তারি শেষ পর্যন্ত ১০৮ বলে ৬০ রান করে আউট হন।

গিল-গম্ভীর জুটির চোখ এখন দিল্লি টেস্ট জয়ে।

দলকে নৈশভোজে আমন্ত্রণ গম্ভীরের

নয়াদিল্লি, ৭ অক্টোবর : এশিয়া কাপ জয়ের পর ঘরের মাঠে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টে মাত্র আড়াই দিনে ইনিংসে জয়। দিল্লিতে ১০ অক্টোবর দ্বিতীয় টেস্ট শুরুর আগে সেখানে নিজের বাড়িতে ক্রিকেটারদের নৈশভোজে আমন্ত্রণ জানালেন কোচ গৌতম গম্ভীর।

বোর্ড সূত্রে খবর, বুধবার দুপুরে দিল্লির ফিরোজ শাহ কোটলায় অনুশীলন করবে ভারতীয় দল। এরপর হোটেলে ফিরে বিশ্রাম নিয়ে সন্ধ্যার পর ক্রিকেটাররা সবাই চলে যাবেন রাজধানীর রাজিন্দর নগরে গম্ভীরের বাংলোয়। সেখানেই শুভমন, কেএল রাহুলদের জন্য নৈশভোজের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। একটি সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের খবর, গম্ভীর বাড়ির সামনের লনে খোলা আকাশের নিচে ডিনার এবং মিটিংয়ের ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু বৃষ্টি হলে খোলা জায়গায় সমস্যা হবে। তাই বাড়ির সামনে খোলা বাগানে নৈশভোজ না করে বাড়ির ভিতরেই ব্যবস্থা করা হতে পারে বলে দাবি করা হয়েছে।

শুধু ক্রিকেটার নন, সাপোর্ট স্টাফ-সহ দলের প্রত্যেক সদস্যই গম্ভীরের ডাকা নৈশভোজে আমন্ত্রিত। ভারতীয় দলের হেড কোচ হওয়ার পর এই প্রথম নিজের বাড়িতে নৈশভোজে আমন্ত্রণ জানালেন গম্ভীর। দিল্লিতে টেস্ট হওয়ায় সুযোগটা হাতছাড়া করতে চাননি তিনি। কোচ চান, ক্রিকেটাররা মন খুলে আড্ডা দিন। একে অপরের মধ্যে বন্ধুত্ব এবং গোটা দলের মধ্যে ঐক্য তৈরি করতেই এই সিদ্ধান্ত কোচের। সামনেই অস্ট্রেলিয়া সফর। তার আগে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ২-০ ব্যবধানে টেস্ট সিরিজ জিততে মরিয়া গম্ভীর।

দ্রাবিড়-পুত্রের নতুন দায়িত্ব

বেঙ্গালুরু, ৭ অক্টোবর : নতুন দায়িত্ব পেলেন রাহুল দ্রাবিড়ের ছোট ছেলে অন্বয় দ্রাবিড়। কর্নাটকের অনূর্ধ্ব ১৯ দলের অধিনায়ক করা হয়েছে অন্বয়কে। আসন্ন ভিনু মানকড় ট্রফিতে অন্বয় নেতৃত্ব দেবে কর্নাটককে। মাত্র ১৬ বছর বয়সেই এই দায়িত্ব পেয়েছে অন্বয়। এতেই বোঝা যাচ্ছে, সে কতটা প্রতিভাবান। বাবার মতো অন্বয়ও ডানহাতি ব্যাটার। পাশাপাশি উইকেটকিপিংও করে। গত বছরেই কর্নাটকের অনূর্ধ্ব ১৬ দলের হয়ে খেলেছে অন্বয়। বিজয় মার্চেন্ট ট্রফিতে ৬ ম্যাচের ৮ ইনিংসে মোট ৪৫৯ রান করে সবার নজর কেড়েছিল দ্রাবিড়ের ছোট ছেলে। এই পারফরম্যান্সই অন্বয়কে অনূর্ধ্ব ১৯ দলে জায়গা এবং নেতৃত্ব দেওয়ার সুযোগ করে দিয়েছে। প্রসঙ্গত, দ্রাবিড়ের বড় ছেলে সমিত আবার অলরাউন্ডার। গত বছর অনূর্ধ্ব ১৯ ভারতীয় দলে সুযোগ পেয়েছিলেন সমিত। কিন্তু চোটের কারণে তাঁর অভিষেক হয়নি।

ক্যারিবিয়ান পেসারদের তোপ সানির

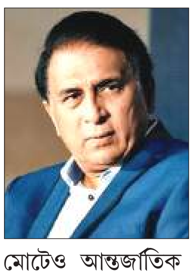

মুম্বই, ৭ অক্টোবর : আমেদাবাদ টেস্টে ওয়েস্ট ইন্ডিজের জোরে বোলারদের বোলিং দেখে চূড়ান্ত হতাশ সুনীল গাভাসকর। নিজের কলামে তিনি লিখেছেন, আমেদাবাদে জেডেন সিলেসকে ছাড়া বাকি দুই ক্যারিবিয়ান পেসারকে মোটেও আন্তর্জাতিক মানের মনে হয়নি। বরং মনে হয়েছে নেট বোলার!

প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক আরও লিখেছেন, আমি কাউকে ছোট করতে চাই না। কিন্তু আমেদাবাদে ক্যারিবিয়ান পেসাররা প্রথম বাউন্সার দিয়েছিল হাফ ডজন ওভার বল করার পর। এটা কি সত্যিই ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান পেস অ্যাটাক? মানছি, বাউন্সার দিতে জোরে বোলারদের বাড়তি শক্তি ক্ষয় হয়। বিশেষ করে, গরম দিনে। কিন্তু চমকে দেওয়ার অস্ত্র হিসাবে বাউন্সার দিতেই পারত ওরা। তাহলে ভারতীয় ব্যাটাররা এত সহজে সামনের পায়ে খেলতে পারত না। একটা সময় ফাস্ট বোলারদের আঁতুড়ঘর ছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। কিংবদন্তি সব ফাস্ট বোলাররা ক্রিকেট বিশ্ব শাসন করেছে। সেই দেশের পেসারদের হাল দেখে আমি সত্যিই অবাক।

ভারতের বিরুদ্ধে নেতা মার্শ, ফিরলেন স্টার্ক

মেলবোর্ন, ৭ অক্টোবর : ভারতের বিরুদ্ধে আসন্ন সাদা বলের সিরিজের জন্য দল ঘোষণা করল অস্ট্রেলিয়া। একদিনের সিরিজের জন্য ১৫ জনের এবং প্রথম দু'টি টি-২০ ম্যাচের জন্য ১৪ জনের দল ঘোষণা করা হয়েছে। দু'টি সিরিজেই অস্ট্রেলিয়াকে নেতৃত্ব দেবেন মিচেল মার্শ। চোটের কারণে বাদ পড়েছেন গ্লেন ম্যাক্সওয়েল।

নিয়মিত অধিনায়ক প্যাট কামিন্স যে খেলবেন না, সেটা আগেই জানা গিয়েছিল। সম্প্রতি টি-২০ ক্রিকেট থেকে অবসর নেওয়া মিচেল স্টার্ককে একদিনের দলে রাখা হয়েছে। তবে বাদ পড়েছেন মার্নাস লাবুশেন। দলে থাকলেও, প্রথম একদিনের ম্যাচে খেলতে পারবেন না উইকেটকিপার অ্যালেক্স ক্যারি। কারণ ওই সময় তিনি শেফিল্ড শিল্ডের ম্যাচে

খেলতে ব্যস্ত থাকবেন। দ্বিতীয় একদিনের ম্যাচের আগেই তিনি দলে যোগ দেবেন। ম্যাক্সওয়েলের কবজিতে অস্ত্রোপচার হয়েছে। তিনি এখনও ফিট নন। একদিনের সিরিজ খেললেও, টি-২০ সিরিজে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে অলরাউন্ডার ক্যামেরন গ্রিনকে।

ভারতের বিরুদ্ধে তিনটি একদিনের ম্যাচ এবং পাঁচটি টি-২০ খেলবে অস্ট্রেলিয়া। ১৯ অক্টোবর পারথে প্রথম একদিনের ম্যাচ। দ্বিতীয় ও তৃতীয় একদিনের ম্যাচ যথাক্রমে অ্যাডিলেড (২৩ অক্টোবর) এবং সিডনিতে (২৫ অক্টোবর)। এরপর ২৯ অক্টোবর থেকে শুরু হবে টি-২০ সিরিজ। আপাতত প্রথম দু'টি টি-২০ দলের স্কোয়াড ঘোষণা করা হয়েছে। বাকি তিন ম্যাচের দল পরে ঘোষণা করা হবে।

একদিনের দল : মিচেল মার্শ (অধিনায়ক), অ্যালেক্স ক্যারি, জেভিয়ার বার্টলেট, কুপার কোনোলি, বেন ডোয়ারশুইস, নাথান এলিস, ক্যামেরন গ্রিন, জস হ্যাজলউড, ট্রাভিস হেড, জস ইংলিস, মিচেল ওয়েন, ম্যাথু রেনশ, ম্যাথু শর্ট, মিচেল স্টার্ক ও অ্যাডাম জাম্পা।

টি-২০ দল : মিচেল মার্শ (অধিনায়ক), সিন অ্যাবট, জেভিয়ার বার্টলেট, টিম ডেভিড, বেন ডোয়ারশুইস, নাথান এলিস, জস হ্যাজলউড, ট্রাভিস হেড, জস ইংলিস, ম্যাথু কুনেম্যান, মিচেল ওয়েন, ম্যাথু শর্ট, মার্কাস স্টোইনিস ও অ্যাডাম জাম্পা।